ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-344 ■ 13 September, 2026 ■ আগরতলা ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ২৬ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারত-চীন সম্পর্কের ধারাবাহিক অগ্রগতিকে স্বাগত

মতপার্থক্য যেন বিবাদে পরিণত না হয়, চাইছেন মোদি ও জিনপিং

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর(আইএএনএস) ।। ভারত ও চিনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতিকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। শনিবার নয়াদিল্লিতে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে দুই নেতার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তাঁরা মতপার্থক্যকে কোনওভাবেই বিবাদে পরিণত না করার উপর জোর দেন। একই সঙ্গে ভারত ও চিনের সম্পর্ককে কৌশলগত ও দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তাঁরা সহমত পোষণ করেন।

বৈঠকের পর বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়, ২০২৫ সালের অগস্টে তিয়ানজিনে তাঁদের শেষ বৈঠকের পর থেকে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যে স্থিতিশীল অগ্রগতি হয়েছে, দুই নেতা তা স্বাগত জানিয়েছেন। উভয় পক্ষই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশলগত ও দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার বিষয়ে জোর দিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, মতপার্থক্য যেন বিবাদে পরিণত না হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক পরিচালিত হওয়া উচিত পারস্পরিক সম্মান, পারস্পরিক সংবেদনশীলতা এবং পারস্পরিক স্বার্থের তিনটি নীতির ভিত্তিতে।

বৈঠকে সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থাকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ধারাবাহিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। সীমান্ত সংক্রান্ত বিদ্যমান চুক্তি ও বোঝাপড়াগুলি উভয় পক্ষকে মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুই নেতা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং দুই দেশের সামগ্রিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও দুই দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থকে সামনে রেখে সীমান্ত সমস্যার একটি ন্যায্য, যুক্তিসঙ্গত ও পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানের বিষয়ে নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অগ্রগতিও বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়। সাংস্কৃতিক বিনিময়, ব্যবসায়িক যোগাযোগ এবং দুই দেশের মধ্যে মানুষের যাতায়াত আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন দুই নেতা।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাঠামোগত বাণিজ্য ঘাটতি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল সংক্রান্ত সমস্যাসহ একে অপরের উদ্বেগের বিষয়গুলি সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তাঁরা। পাশাপাশি অর্থবহ ও পূর্বানুমানযোগ্য বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়েও আলোচনা হয়। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে দুই দেশের অভিন্ন ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করার বিষয়েও দুই নেতা সম্মত হয়েছেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারত ও চিনের মধ্যে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার উপর জোর দেওয়া হয়।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বে চিনের সমর্থনের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদি শি জিনপিংকে ধন্যবাদ জানান এবং ২০২৬ সালের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন সফল করার ক্ষেত্রে চিনের অবদানের প্রশংসা করেন।

বৈঠকে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল-সহ দুই দেশের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চে শি জিনপিং এবং অন্যান্য ব্রিকস সদস্য দেশের নেতাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচনে প্রচারের রণকৌশল নিয়ে বৈঠক বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরার আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল (ভিসি) নির্বাচনে প্রচারের রণকৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছে প্রদেশ বিজেপি। আজ কুশাভাউ ভবনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহার উপস্থিতিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বলেন, ভিসি নির্বাচনে রাজ্যের শাসক জোটের তিন শরিক দল একসঙ্গে লড়াই করছে। তবে বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় স্তরে আসন সমঝোতার পাশাপাশি কিছু জায়গায় বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও থাকছে।

তাঁর কথায়, কোথাও জোট হয়েছে, আবার কোথাও স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী সমন্বয় করা হচ্ছে। ফলে কোন এলাকায় কীভাবে যৌথ প্রচার হবে, সেই বিষয়ে আজকের বৈঠকের পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিন ভিসি নির্বাচন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটি মূলত গ্রামাঞ্চলের নির্বাচন।

ফলে শহর বা গোটা রাজ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি ভিলেজ কাউন্সিল এলাকার স্থানীয় সমস্যা এবং উন্নয়নই প্রচারের প্রধান বিষয় হবে। গ্রামীণ এলাকার ছোট ছোট সমস্যা, মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন এবং ভিলেজ কাউন্সিল এলাকায় কী উন্নয়ন হয়েছে বা আগামী দিনে কীভাবে উন্নয়ন করা হবে, সেই বিষয়গুলিই ভোটারদের সামনে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে।

তাঁর দাবি, ভিসি নির্বাচন অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় কিছুটা আলাদা।

এখানে স্থানীয় সমস্যা এবং স্থানীয় উন্নয়নই ভোটারদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানের প্রতিশ্রুতি নিয়েই মানুষের কাছে পৌঁছানোর পরিকল্পনা রয়েছে দলের।

এদিকে বিভিন্ন এলাকায় জোট শরিকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই প্রসঙ্গেও বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর ।। প্রয়াত হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস দে। শুক্রবার রাত ১টা ৪৫ মিনিটে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। প্রসঙ্গত, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে আগরতলা প্রেসক্লাবের সহযোগী সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন তাপস দে। প্রেসক্লাবের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে গেছেন তিনি। আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাপস দে ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই পরোপকারী একজন মানুষ। যেকোনও মানুষের বিপদে-আপদে এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন তিনি। সক্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেও দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে মানুষের পাশে দাঁড়ানো ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৭২ সালে শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন তাপস দে। প্রাক্তন বিধায়ক হওয়ার দীর্ঘ সময় পরেও জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ববোধ অটুট ছিল বলে প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সংবাদ জগতের সঙ্গেও তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তিনি ‘ফার ইষ্ট’ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি শিলং থেকে প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিনের ত্রিপুরা প্রতিনিধির দায়িত্বও দীর্ঘদিন পালন করেন।

তাপস দে-র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি শোকবার্তায় বলেন, কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস দে-র প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত।

পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, তিনি প্রয়াত আত্মাকে চিরশান্তি প্রদান করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের এই গভীর দুঃখ সহ্য করার শক্তি দিন।

এদিকে, তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। ব্যক্তিগতভাবে তাপস দে-কে নিজের প্রথম রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর অবদান ও সান্নিধ্যের কথা স্মরণ করেন প্রদ্যোত।

এক শোকবার্তায় প্রদ্যোত বলেন, তাপস বাবু আর নেই, জীবন কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে, তা আমি কল্পনাও করতে পারছি না। তিনি জানান, তাপস দে ছিলেন তাঁর প্রথম রাজনৈতিক গাইড এবং তাঁর কাছ থেকেই তিনি ত্রিপুরার ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছেন। তিপরা মথার কর্মী-

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষির রূপান্তরে তরুণ কৃষিবিদদের এগিয়ে আসার আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর ।। গবেষণার মাধ্যমে ত্রিপুরার কৃষিক্ষেত্রের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে রাজ্যের মাটিতেই। কৃষিকে শুধুমাত্র একটি পেশা হিসেবে দেখলে চলবে না; কৃষিই মানবসভ্যতার অন্যতম ভিত্তি এবং ভবিষ্যতের খাদ্য ও গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। আজ ত্রিপুরা কলেজ অব এগ্রিকালচারের ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও গ্র্যাজুয়েশন ডে ২০২৬ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন আমরা প্রায়ই বলি, তথ্যপ্রযুক্তি ভবিষ্যৎ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যৎ, শিল্প ভবিষ্যৎ, মহাকাশ প্রযুক্তি ভবিষ্যৎ। কিন্তু আজ এই মঞ্চ থেকে আমি বলতে চাইকৃষিও ভবিষ্যৎ। কৃষি ভবিষ্যতের খাদ্যের ভিত্তি, গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি এবং পরিবেশ ও মানবসভ্যতার ভবিষ্যতের অন্যতম স্তম্ভ।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া প্রত্যেক মানুষের খাদ্যের অধিকার রয়েছে। তাই কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন শুধুমাত্র একটি ডিগ্রি অর্জনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহার জোট শরিক আইপিএফটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর ।। ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মনোনয়নপত্র দাখিলের পর তা প্রত্যাহারের কারণ স্পষ্ট করতে সাংবাদিক সম্মেলন করল আইপিএফটির বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন কমিটি।

শনিবার বিশ্রামগঞ্জে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটির বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন কমিটির সভাপতি উত্তম দেববর্মা, যুব সংগঠনের সভাপতি বিকাশ দেববর্মা, স্বপ্ন দেববর্মা ও রামনারায়ণ দেববর্মা। সাংবাদিকদের সামনে তারা ভিসি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের পর তা প্রত্যাহারের বিষয়ে দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন।

আইপিএফটি নেতৃত্বের বক্তব্য, তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব ও অধিকার রক্ষার দাবিকে সামনে রেখেই বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন দলের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ডিভিশন কি বলে জানেন না তাদের দাবি, তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই আইপিএফটি আন্দোলন করে আসছে।

একইভাবে বুবাগ্রা তথা তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার যে দাবি, সেটিকেও তারা গুরুত্ব দেন।

নেতৃত্বের বক্তব্য, তিপ্রাসাদের বৃহত্তর স্বার্থ এবং অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে তাঁরা কোনও ধরনের আপত্তি রাখছেন না। দলের স্বার্থের পাশাপাশি তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টিকেই তারা অগ্রাধিকার দিচ্ছেন বলেও জানান।

সাংবাদিক সম্মেলন থেকে আইপিএফটি নেতৃত্বের দাবি, তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পৃথক তিপ্রাসা অ্যাকর্ড দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তারা।

তাদের কথায়, তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তিপ্রাসা অ্যাকর্ড যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন হওয়া উচিত। সেই বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই ভিসি নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

খোয়াইয়ে সিএনজি সংকট অটোর দীর্ঘ লাইন, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর ।। সিএনজি সংকটে শনিবার সকাল থেকেই চরম দুর্ভোগের মুখে পড়লেন খোয়াই শহর ও আশপাশের এলাকার অটোচালকরা। শহরের একমাত্র সিএনজি স্টেশনে গ্যাস নেওয়ার জন্য ভোর ৪টা থেকেই অটো নিয়ে লাইনে দাঁড়াতে শুরু করেন চালকরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই লাইন দীর্ঘ হতে হতে প্রায় ছয় শতাধিক অটোতে পৌঁছে যায় বলে অভিযোগ।

অটোচালকদের অভিযোগ, সিএনজি স্টেশনের জেনারেটর মেশিন বিকল হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘ সময় ধরে গ্যাস সরবরাহ কার্যত বন্ধ থাকে। দুপুর প্রায় ২টা পর্যন্ত কোনও অটোতে সিএনজি দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে দাবি তাঁদের। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অটো নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় চালকদের।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছেন অটোচালকরা। তাঁদের বক্তব্য, অটো চালিয়ে প্রতিদিন যে আয় হয়, তার উপরই তাঁদের পরিবারের সংসার নির্ভরশীল। অথচ দিনের অর্ধেক সময় যদি জ্বালানি নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েই কেটে যায়, তাহলে সেই দিনের রোজগার কার্যত নষ্ট হয়ে যায়।

চালকদের আরও অভিযোগ, শনিবারের এই সমস্যা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত চার-পাঁচ মাস ধরে বিভিন্ন সময়ে সিএনজি পরিষেবা নিয়ে একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ সেপ্টেম্বর ।। রেলে যাতায়াতের সময় চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন ৩২ বছরের এক যুবক। ওি ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে তেলিয়ামুড়া থানাধীন মেলা পাথর রেল ক্রসিং সংলগ্ন এলাকায়। আহত যুবকের নাম দুলু দাস (৩২)। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রেলে যাতায়াতের সময় কোনওভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যান তিনি। এরপর ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগ্নেয়াস্ত্র ও ইয়াবা সহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১২ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা পুলিশের সঙ্গে বিএসএফের যৌথ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ও ইয়াবাসহ দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার দক্ষিণ কলমচৌড়া এলাকার গালাছিপা এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল মধ্য বক্সনগরের বাসিন্দা জয়নোল হোসেন (৩৭) এবং দক্ষিণ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্যকর্মীর তৎপরতায় অ্যাম্বুলেন্সেই প্রসব, সুস্থ মা ও নবজাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর ।। গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্সে প্রসব করিয়ে সাফল্য পেলেন এক স্বাস্থ্যকর্মী। কুমারঘাট থেকে কৈলাসহরের ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরের পথে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই সন্তানের জন্ম দেন এক মহিলা। স্বাস্থ্যকর্মী প্রসেনজিৎ শুক্ল বৈদ্যের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও তৎপরতায় মা ও নবজাতক দুজনকেই নিরাপদে হাসপাতালে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

জানা গেছে, ওই মহিলা কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে গর্ভস্থ শিশুর অবস্থান উল্টো অর্থাৎ ব্রিচ প্রেজেন্টেশন দেখতে পান। পাশাপাশি মহিলার তীব্র প্রসব যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় তাঁকে দ্রুত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। প্রায় সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিট নাগাদ অ্যাম্বুলেন্স চালক বিকাশ মালাকার এবং স্বাস্থ্যকর্মী প্রসেনজিৎ শুক্ল বৈদ্য তাঁকে নিয়ে কৈলাশহরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু শান্তিপুর এলাকায় একটি স্কুলের কাছে পৌঁছানোর পর হঠাৎ ওই মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং তিনি সক্রিয় প্রসবযন্ত্রণায় চলে যান।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট হলেন কৈলাসহরের সৌরভ সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর ।। ছোটবেলা থেকেই দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দীর্ঘ প্রস্তুতি, একাধিক বাধা এবং ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ করলেন কৈলাসহরের চাঁদিপুর এলাকার সৌরভ সিনহা। এক বছরের কঠোর প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর বিহারের গয়ায় অবস্থিত অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট হিসেবে কমিশন পেলেন তিনি।

সৌরভ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি শিক্ষক সুবোধচন্দ্র সিনহা এবং বিশিষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ঐতিহ্যবাহী সংগীতশিল্পী আশা সিনহার পুত্র। তাঁর সাফল্যে পরিবার,

আত্মীয়স্বজন এবং এলাকাজুড়ে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

সৌরভের সেনাবাহিনীতে যোগদানের আকাঙ্ক্ষার সূত্রপাত সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময়। কৈলাশহরের বিমল সিংহা অ্যাকাডেমিতে পড়াশোনা করার সময়ই দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার স্বপ্ন দেখেন তিনি। এরপর থেকেই মানসিক ও শারীরিকভাবে নিজেকে সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করেন। অন্য কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ তাঁর লক্ষ্য থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন কার্যক্রমেও যুক্ত ছিলেন সৌরভ। ঘোড়ায় চড়া ও পর্বতারোহণের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়। পাশাপাশি তবলায় বিশারদ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার ৩ লাখের সোনার গয়না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর ।। টমটমে যাত্রার সময় ভুলবশত ফেলে যাওয়া প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার গয়না উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল এনসিসি থানার পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় গয়না ফিরে পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্যরা।

জানা গেছে, গত ১ সেপ্টেম্বর নিরঞ্জন দেবনাথ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গোর্খাবস্তির পিএন কমপ্লেক্স থেকে রেলস্টেশনের উদ্দেশে টমটমে রওনা হন। যাত্রাপথে অসাবধানতাবশত টমটমে একটি ব্যাগ ফেলে যান তিনি। ওই ব্যাগে ছিল দুই জোড়া সোনার চুড়ি, একটি সোনার চেন এবং মঙ্গলসূত্র। সব মিলিয়ে গয়নার ওজন প্রায় ২ ভরি এবং বাজারমূল্য আনুমানিক ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বলে জানা গেছে।

ব্যাগটি হারিয়ে যাওয়ার পর বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। এরপর তদন্তে নামে এনসিসি থানার পুলিশ। আইটি ভবনের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট টমটমটি শনাক্ত করেন পুলিশকর্মীরা। এসআই জয়নাল হোসেনের তৎপরতায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
২৬ ভাদ্র, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সকলের জন্য স্বাস্থ্য দূর অস্ত

দেশের সরকার সকলের জন্য স্বাস্থ্যপরিসেবা নিশ্চিত করিবার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সেই সব পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হইতেছে না। ফলে দারিদ্রতা দূর করা সম্ভব হইতেছে না।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওয়ার্ল হেলথ অরগানাইজেশন ও রাষ্ট্রসংঘের মানব শিশু অর্থ ভাণ্ডার ইউনাইটেড ন্যাশনস চিল্ড্রেনস ফান্ড এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হইয়া সারা বিশ্বের স্বাস্থ্য চিন্তায় বেশ কিছু নতুন নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করিয়াছিল ১৯৭৮ সালে। কর্মসূচির স্লোগান ছিল ”২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য” হেলথ ফর অল বাই দা ইয়ার টু থাউজেন্ড এ ডি। এই বৈপ্লবিক ঘোষণা অনুযায়ী দেশে দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করিবার আহ্বান জানানো হইয়াছিল। লক্ষে পৌঁছনোর চেষ্টায় নিখুঁতভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুপারিশ ছিল ওই ঘোষণায়। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রই রাষ্ট্রসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রনীতিগতভাবে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টি স্বীকার করিয়া নেয়। এর ফলে আগামীদিনে দু”হাজার সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে রুগ্নতা ও স্বাস্থ্যহীনতা বিদূরিত হবে, এমন একটি আশার আলো জ্বালাইয়া তোলা হয়।এই ঘোষণায় বলা হইয়াছিল সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থায় সকল স্বাস্থ্যকর্মীর ও সরকারি স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দায়বদ্ধতা থাকিবে সাধারণ মানুষের কাছে। এরপর থেকে সার্বিক জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এবং সমাজে রোগ প্রবণতা দূর করিবার ব্যবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে সামাজিক দায়িত্ব পালনের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। ঘোষণায় বলা হইয়াছিল, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ও দেহগত পুষ্টির জন্য সর্বজনীন খাদ্য চাহিদা পুরণের লক্ষ্যেও সরকার ও প্রশাসনকে এগিয়ে আসিতে হইবে। সকল মানুষকে দুবেলা প্রযোজন মত খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব প্রশাসনকে নিতে হইবে। রোগ প্রতিরোধ ও রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি কেবল স্বাস্থ্যহীনতা বা রুগ্নতা নির্মূল করিবার যথেষ্ট হাতিয়ার জোগায় না বলিয়াই ওই ঘোষণাপত্রে জনগণের সচেতন সহযোগিতা চাওয়া হয়।
ঘোষণায় বলা হইয়াছিল জনগণের সম্মিলিত দাবি পূরণের ভিত্তিতেই ”দু”হাজার সালে সকলের জন্য স্বাস্থ্য”-এই স্লোগান সার্থক হইবে।উন্নত দেশে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১/৫ ভাগ মানুষের বাস। ১০ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, ৫০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন। ২০ লক্ষ মানুষ এইডস আক্রান্ত। গড় আয়ু-৭৫।উন্নয়নশীল দেশে ১৩০ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে, ৮০ কোটি মানুষ খাদ্যাভাবে ও ৫০ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ ভাইরাসজনিত রোগে মারা যায়। শিশুমৃত্যু গড়ে প্রতি হাজারে ৭০ টি।সঠিক লক্ষ্যপথে পৌঁছাইবার জন্য চারটি মৌল ব্যবস্থাপত্রের সুপারিশ করা হইয়াছিল। পুষ্টির জন্য জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা , রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থায় সর্বজনীন বৈষম্যহীন আযোজন , সরবরাহের দায়বদ্ধতা , জনগণের সচেতন সহযোগিতা ও আন্দোলন। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও সকলের জন্য স্বাস্থ্যকর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় নাই। দেশের বহু মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছেন। এইসব বিষয়ে কে কার খবর রাখে? যে দেশে স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরও মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয় নাই সেই দেশের নাগরিকরা স্বাধীনতার সুখ কতটা বুক করিতেছেন তাহা অলিভার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতার সুখ সঠিকভাবে ভোগ করিতে হইলে দেশের সকল মানুষের মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্যের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতা সবচাইতেয়ে বড় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।দেশের সব নাগরিকের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সাশ্রয়ী চিকিৎসা নিশ্চিত করিতে সরকার বহুমুখী ও যুগান্তকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করিয়া জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবার পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করাই এই উদ্যোগগুলোর মূল লক্ষ্য। দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলোর জন্য এটি বিশ্বের বৃহত্তম সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প। এর আওতায় মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরের চিকিৎসার জন্য প্রতি পরিবারকে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস (নগদহীন) চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া হয়।২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে এই সুবিধা আরও সম্প্রসারিত করে ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সী সমস্ত প্রবীণ নাগরিককে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দুই পৃষ্ঠার চিঠি লিখে বাড়ি ছাড়ল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র, ৬০ ঘণ্টায় আসাম থেকে উদ্ধার

যাত্রাপুর, ১২ সেপ্টেম্বর:‘বাবা আমাকে দেখতে পারে না, তাই বিদায় নিলাম। আমাকে ক্ষমা করে দিও।’ পড়ার টেবিলে এমনই আবেগঘন দুই পৃষ্ঠার চিঠি লিখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রফিউল হোসেন। অবশেষে প্রায় ৬০ ঘণ্টার মধ্যে দূরবর্তী আসাম থেকে তাকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে অক্ষত অবস্থায় ওই কিশোরকে পরিবারের সদস্যদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ সেপ্টেম্বর সকালে প্রাইভেট টিউশনে যাওয়ার কথা বলে যাত্রাপুর পাড়ার বাসিন্দা রফিউল হোসেন বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু টিউশনে না গিয়ে সে আগরতলা রেলস্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে করে আসামের শিলচরের উদ্দেশে রওনা দেয়। এদিকে বাড়িতে তার পড়ার টেবিল থেকে উদ্ধার হয় হাতে লেখা দুই পৃষ্ঠার একটি চিঠি। চিঠিতে নিজের মনের ক্ষোভ ও অভিমানের কথা তুলে ধরে রফিউল জানায়, তার বাবা তাকে সহ্য করতে পারেন না। ছোটবেলা থেকেই তার ওপর নানা ধরনের অত্যাচার ও মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করে সে।
চিঠিতে রফিউল আরও লেখে, মা তাকে ভালোবাসলেও বাবার মনে তার জন্য কোনো ভালোবাসা নেই। এই অভিমানে সে আর কোনোদিন বাড়িতে ফিরবে না বলেও উল্লেখ করে। চিঠিটি পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি জানানো হয় যাত্রাপুর থানায়।
নিখোঁজ কিশোরের সন্ধানে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরই মধ্যে আসামের শিলচরের শ্রীকোনা আউটপোস্টের টহলরত পুলিশ এক কিশোরকে একা ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ করে। তার কাছে থাকা পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে সেখানে লেখা একটি ফোন নম্বরের সূত্র পাওয়া যায়। সেই নম্বরে যোগাযোগ করে প্রথমে তার পরিবারের সদস্যদের এবং পরে যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে আসাম পুলিশ।
খবর পাওয়ার পর যাত্রাপুর থানার ওসির নির্দেশে পুলিশ কর্মকর্তা, রফিউলের বাবা ও মামাকে নিয়ে একটি দল দ্রুত শিলচরের উদ্দেশে রওনা হয়। সেখানে পৌঁছে পুলিশ রফিউলকে উদ্ধার করে শুক্রবার তাকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়।
সন্তানকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেন রফিউলের মা-বাবা। পুলিশকে এজন্য তাঁরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তবে চিঠিতে বাবার বিরুদ্ধে রফিউল যে অভিযোগ তুলেছে, তা অস্বীকার করেছেন তার বাবা।
যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিক জানান, আপাতত রফিউলকে পরিবারের বিশেষ নজরদারিতে রাখতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে কেন সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তার পেছনে পারিবারিক অভিমান, মানসিক চাপ নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মোবাইলের পর্দায় শৈশব শিশুদের ভবিষ্যৎ কি বদলে যাচ্ছে?

বিশ্বজিৎ বৈদ্য
গবেষক বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

একটি শিশু কাঁদছে। তাকে শান্ত করতে হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে মোবাইল। খেতে চাইছে না? মোবাইল। পড়তে বসতে চাইছে না? মোবাইল। বাইরে যেতে চাইছে না? মোবাইল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ঘুম পাড়ানোরও ‘সহজ ওষুধ’ হয়ে উঠেছে মোবাইলের পর্দা। শিশুকে সামলানোর এই সহজ কৌশলটি আজ এতটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে, আমরা আর প্রশ্নই করছি নাএই সুবিধার বিনিময়ে আমরা শিশুর কাছ থেকে কী কেড়ে নিচ্ছি? শৈশব কি এখন মাঠে নয়, স্ক্রিনে কাটছে? একসময় শিশুর শৈশবের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল উঠোন, মাঠ, গাছ, পুকুর, বন্ধু, গল্পের বই, খেলনা এবং অগণিত প্রশ্ন। এখন সেই জায়গার বড় অংশ দখল করেছে স্মার্টফোন, ট্যাব, ইউটিউব, গেম এবং নানা ধরনের শর্ট ভিডিও। শিশুর আঙুল স্ক্রিনে দ্রুত চলছে, কিন্তু তার পা হয়তো মাঠে পৌঁছচ্ছে না। সে অসংখ্য ভিডিও দেখছে, কিন্তু পাশের বন্ধুটির সঙ্গে কথা বলার সময় কমছে। তথ্যের প্রবাহ বাড়ছে, অথচ অভিজ্ঞতার জগৎ কি সংকুচিত হচ্ছে না?
এখানেই মূল বিপদ। প্রযুক্তি নিজে শত্রু নয়। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও ডিজিটাল শিক্ষার অসংখ্য ইতিবাচক দিক রয়েছে। কিন্তু সমস্যা তখনই, যখন প্রযুক্তি প্রয়োজনের উপকরণ থেকে শৈশবের প্রধান নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়। শিশু যখন অবসর পেলেই স্ক্রিন খোঁজে, বিরক্তি সহ্য করতে পারে না, কয়েক মিনিট নীরবে বসতে পারে না, খেলাধুলার বদলে গেমকে বেছে নেয় এবং বাস্তব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেয়ে ভার্চুয়াল জগতকে বেশি আকর্ষণীয় মনে করেতখন অভিভাবকদের থামতে হবে। প্রশ্ন হল, আমরা কি সেই জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি? শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ভাষা, সামাজিক যোগাযোগ, কল্পনা, শারীরিক নড়াচড়া, সমস্যা সমাধান এবং বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া। অথচ দীর্ঘ সময় নিষ্ক্রিয়ভাবে স্ক্রিন দেখলে এই অভিজ্ঞতাগুলির জায়গা সংকুচিত হতে পারে। শিশুর হাতে মোবাইল তুলে দিয়ে আমরা হয়তো কয়েক মিনিটের শান্তি কিনছি, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তার মনোযোগ, সামাজিক দক্ষতা, ঘুম ও দৈনন্দিন অভ্যাসের উপর কী প্রভাব পড়ছেসেই হিসাব রাখছি তো?
আরও ভয়ঙ্কর হল ‘ডিজিটাল প্রশান্তি’-র অভ্যাস। শিশু কাঁদলেই মোবাইল, রাগ করলেই মোবাইল, খেতে না চাইলে মোবাইলএভাবে মোবাইল শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণের বিকল্প হয়ে উঠছে। ফলে শিশু ধীরে ধীরে নিজের বিরক্তি, রাগ, হতাশা বা একাকিত্ব সামলানোর স্বাভাবিক পদ্ধতি শেখার সুযোগ হারাতে পারে। সে শিখছেঅস্বস্তি হলেই স্ক্রিনে পালাতে হবে।
তাহলে ভবিষ্যতের প্রজন্ম কি সমস্যার মুখোমুখি হলেই বাস্তবতা থেকে পালানোর পথ খুঁজবে? এর দায় শুধু শিশুর নয়। দায় অভিভাবকেরও। অনেক বাবা-মা নিজেরাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে ব্যস্ত থাকেন। অথচ শিশুকে বলেন, ‘ফোন দেখবে না।’ সন্তান তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে পারে‘তুমি পারবে, আমি পারব না কেন?’ শিশুর সামনে আমরা যে আচরণ করি, সেটিই তার সবচেয়ে শক্তিশালী শিক্ষা। একদিকে বাবা-মা মোবাইলে ব্যস্ত, অন্যদিকে শিশুকে মোবাইল থেকে দূরে রাখার উপদেশএই দ্বিচারিতা কতটা কার্যকর? শিশুকে বই পড়তে বলার আগে বাবা-মা কি নিজের হাতে বই তুলে নিচ্ছেন? তাকে মাঠে খেলতে বলার আগে নিজেরা কি তার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন? পরিবারে কথোপকথন কমিয়ে দিয়ে শুধু ‘স্ক্রিন টাইম কমাও’ বললে সমস্যার সমাধান হবে না। আরেকটি বিপজ্জনক দিক হল অ্যালগরিদম। শিশু একবার ভিডিও দেখতে শুরু করলে পরের ভিডিও কী হবে, তা অনেক সময় তার নিজের সিদ্ধান্ত নয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অ্যালগরিদম তার মনোযোগ ধরে রাখতে চায়। একটি ভিডিও শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ভিডিও। কয়েক মিনিটের বিনোদন কখন যে ঘণ্টায় পরিণত হচ্ছে, শিশুও বুঝতে পারে না। তার মনোযোগকে ধরে রাখার জন্য তৈরি একটি বাণিজ্যিক প্রযুক্তির সঙ্গে একটি শিশুর অপরিণত মস্তিষ্কের প্রতিযোগিতা কতটা ন্যায্য? আমরা কি শিশুদের মনোযোগকেও বাজারের পণ্য হতে দিচ্ছি? শুধু বিনোদন নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন প্রযোজ্য। অনলাইন শিক্ষা নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ‘ডিজিটাল শিক্ষা’ আর ‘সারাক্ষণ স্ক্রিনে থাকা’ এক জিনিস নয়। বই পড়া, হাতে লেখা, শিক্ষককে প্রশ্ন করা, সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণএসব শিক্ষার বিকল্প কোনো স্ক্রিন হতে পারে না। বিশেষ করে ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাদের শিক্ষা শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়; তারা স্পর্শ করে, দেখে, শোনে, দৌড়ায়, পড়ে যায়, আবার উঠে দাঁড়ায়, প্রশ্ন করে, ভুল করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখে। শৈশবকে যদি চার দেওয়ালের মধ্যে একটি উজ্জ্বল পর্দার সামনে বন্দি করে ফেলি, তাহলে শিক্ষার কতটা অংশ সত্যিই শিক্ষা হয়ে উঠবে?
শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রশ্নটিও উপেক্ষা করা যায় না। দীর্ঘ সময় বসে থাকা, কম শারীরিক কার্যকলাপ, অনিয়মিত ঘুম এবং অতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহারের অভ্যাস শিশুর জীবনযাত্রাকে বদলে দিতে পারে। আজ যে শিশু মাঠের বদলে স্ক্রিনে বেশি সময় কাটাচ্ছে, আগামী দিনে তার স্বাস্থ্য ও জীবনযাপন কেমন হবেএই প্রশ্নটি এখনই ভাবতে হবে। তবে সমাধান মোবাইল কেড়ে নেওয়া নয়। প্রযুক্তিকে নিষিদ্ধ করে নয়, নিয়ন্ত্রিত ও সচেতন ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। বয়স অনুযায়ী স্ক্রিন ব্যবহারের সীমা, ঘুমের আগে স্ক্রিন এড়িয়ে চলা, খাবারের সময় ফোন বন্ধ রাখা, প্রতিদিন শারীরিক খেলাধুলার সুযোগ তৈরি করা এবং পরিবারের সঙ্গে নির্দিষ্ট ‘স্ক্রিন-মুক্ত সময়’ রাখা এসব অভ্যাস জরুরি।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলশিশুকে বিকল্প দিতে হবে। শুধু বলা যাবে না, ‘মোবাইল দেখবে না।’ তার বদলে বলতে হবে‘চলো মাঠে যাই’, ‘একটা গল্পের বই পড়ি’, ‘চলো ছবি আঁকি’, ‘চলো গাছটা দেখি’, ‘চলো একসঙ্গে খেলি।’ শিশুর হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া সহজ; তার সঙ্গে এক ঘণ্টা সময় কাটানো কঠিন। কিন্তু শিশুর ভবিষ্যৎ তৈরি হয় সেই কঠিন কাজটির মধ্য দিয়েই। স্কুলগুলিরও দায়িত্ব রয়েছে। ডিজিটাল শিক্ষার পাশাপাশি মাঠ, গ্রন্থাগার, সাংস্কৃতিক চর্চা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, বিতর্ক, খেলাধুলা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ শিক্ষিত শিশু মানেই শুধু বেশি তথ্য জানা শিশু নয়; শিক্ষিত শিশু হল যে প্রশ্ন করতে পারে, অন্যকে বুঝতে পারে, নিজের আবেগ সামলাতে পারে এবং বাস্তব সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। রাষ্ট্রেরও দায় আছে। শিশুদের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা, বয়স-উপযোগী কনটেন্ট, অনলাইন গোপনীয়তা এবং ক্ষতিকর ডিজিটাল আসক্তি প্রতিরোধে কার্যকর নীতি প্রয়োজন। শুধু প্রযুক্তির প্রসার নয়প্রযুক্তির সামাজিক প্রভাব নিয়েও নীতিনির্ধারকদের ভাবতে হবে। সবশেষে প্রশ্নটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে। আমরা কি সন্তানকে সময় দিতে পারছি না বলেই মোবাইল দিচ্ছি? আমরা কি নিজের ব্যস্ততার দায় প্রযুক্তির উপর চাপিয়ে দিচ্ছি? আমরা কি শিশুকে শান্ত রাখার জন্য এমন একটি অভ্যাস তৈরি করছি, যার মূল্য তাকে ভবিষ্যতে দিতে হবে? একটি মোবাইল হয়তো শিশুকে কয়েক ঘণ্টা ব্যস্ত রাখতে পারে। কিন্তু কোনো মোবাইল তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে না। কোনো অ্যালগরিদম তার হাত ধরে মাঠে নিয়ে যেতে পারে না। কোনো ভিডিও তার বাবা-মায়ের ভালোবাসার বিকল্প হতে পারে না। কোনো স্ক্রিন তার শৈশব ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তাই এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। আমরা কি এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করতে চাই, যারা স্ক্রিনের সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে অপরিচিত? যারা হাজার মানুষের ভিডিও দেখে, অথচ নিজের পাশের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ভুলে যায়? যারা কয়েক সেকেন্ডের ভিডিওতে অভ্যস্ত, কিন্তু একটি বইয়ের কয়েকপৃষ্ঠা পড়ার ধৈর্য হারিয়ে ফেলে? শিশুর হাতে প্রযুক্তি থাকবেএটাই বাস্তবতা। কিন্তু প্রযুক্তি যেন শিশুর শৈশবকেগ্রাস না করে, সেটাই আমাদের দায়িত্ব। কারণ শৈশব একবার চলে গেলে তাকে ‘ডাউনলোড’করে ফিরিয়ে আনা যায় না।

রাইন, কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১১৩০
মোবাইল- ৭৮৭২১৭৭৭৭১

ভারতীয় উদ্ভাবনের প্রকৃত প্রাণকেন্দ্র: গবেষণাগার থেকে ‘বিকশিত ভারত’-এর শ্রেণিকক্ষ পর্যন্ত

ড. সুকান্ত মজুমদার

জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উৎকর্ষের স্বীকৃতি নয়; এই পুরস্কার রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্মাণের অন্যতম প্রধান কারিগরদেরও সম্মান জানায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্যে ভারতের সম্মিলিত অগ্রযাত্রায় উদ্ভাবনকে প্রায়শই বৈশ্বিক সূচক এবং আর্থিক ব্যয়ের মতো প্রযুক্তিগত মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। অথচ উদ্ভাবনের মূলে রয়েছে এক গভীর মানবিক প্রয়াসএকজন শিক্ষার্থীর চোখে কৌতূহলের ঝিলিক এবং সেই শিক্ষকের নিরলস নিষ্ঠা, যিনি নিশ্চিত করেন যে কোনও শিশুই যেন পিছিয়ে না পড়ে।
ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উন্নত গবেষণাগারের গবেষণা এবং শ্রেণিকক্ষের দৈনন্দিন বাস্তবতার মধ্যে একটি সুপরিকল্পিত সেতুবন্ধন গড়ে তোলা। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর অধীনে উদ্ভাবনের ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেসামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের অনুঘটক হিসেবে। এই ভাবনা স্পষ্ট করে দেয় যে, আমাদের সর্বাধুনিক ও উন্নত গবেষণার সুফল যখন অন্তিম সারির শেষ শিশুটির কাছেও পৌঁছে যাবে, তখনই প্রকৃত জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব হবে। এই রূপান্তরের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই নজর দিতে হবে ভারতের জাতীয় গবেষণা ব্যবস্থার বৃহত্তর পরিসরে ঘটে চলা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলির দিকে।
বৃহত্তর উদ্ভাবন-বিপ্লব: বিশ্বমঞ্চে ভারতের উত্থান
একবিংশ শতাব্দীতে নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করতে আগ্রহী একটি দেশের জন্য শক্তিশালী গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকাঠামো অপরিহার্য। ভারত এই ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে এক সময় যেখানে মূলত বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রযুক্তি গ্রহণের উপর নির্ভরতা ছিল, এখন ক্রমশ বিশ্বের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সমাধানে নিজস্ব প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করছে। এই রূপান্তরের প্রতিফলন দেখা যায় গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সে ভারতের ক্রমোন্নতিতে। ২০১৪ সালে ৭৬তম স্থান থেকে উঠে ২০২৫ সালে ভারত ৩৮তম স্থানে পৌঁছেছে।
তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভারতের উদ্ভাবনী দক্ষতা ও কার্যকারিতা। বর্তমানে ইনোভেশন আউটপুট বা উদ্ভাবনের ফলাফলের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বে ৩২ তম স্থানে রয়েছে, যেখানে ইনোভেশন ইনপুট বা উদ্ভাবনের উপকরণের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান ৫২ তম। এর অর্থ হল, বিশ্বের বহু সমকক্ষ দেশের তুলনায় ভারত উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করা উপকরণ ও সম্পদকে আরও কার্যকরভাবে উচ্চ-প্রভাবসম্পন্ন ফলাফলে রূপান্তর করতে সক্ষম হচ্ছে। এই উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে দেশের ৬,০০০-এরও বেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়ন সেল গড়ে তোলার মাধ্যমে। পাশাপাশি, ৫৯,৩০০টি গবেষণা সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার পরিসরও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ফেলোশিপ (পিএমআরএফ)-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ভারতের প্রতিভাবান গবেষক তৈরির ধারাটিও দেশের গবেষণা পরিকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে উঠে এসেছে। পিএমআরএফ-এর আওতায় ৩,৬৮৮ জন গবেষক সহায়তা পেয়েছেন। তাঁদের গবেষণার ফল হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে ১০,৩০০ টি জার্নাল প্রবন্ধ ও ৭,৯৬৬ টি সম্মেলন-প্রবন্ধ; দাখিল হয়েছে ৮৩৪ টি পেটেন্ট এবং ইতিমধ্যেই ২২১টি পেটেন্ট অনুমোদিত হয়েছে। পিএমআরএফ ২.০-এর মাধ্যমে ১০,০০০টি ফেলোশিপ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি, পিএমআরসি -এর জন্য ইতিমধ্যেই ৩,৬০০-এরও বেশি ফেলোশিপের আবেদন জমা পড়েছে। এর ফলে ভারতের জ্ঞান ও মেধাভিত্তিক পরিকাঠামো ক্রমশ আরও বিস্তৃত হচ্ছে। এই অগ্রযাত্রাকে আরও শক্তিশালী করেছে হায়ার এডুকেশন ফাইন্যান্সিং এজেন্সি, যা ১১১টি প্রতিষ্ঠানের ২৮১টি প্রকল্পের জন্য ৪৭,০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ অনুমোদন করেছে।
‘মেক এআই ইন ইন্ডিয়া’-র ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর ক্ষেত্রে চারটি বিশেষ উৎকর্ষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে সম্মিলিতভাবে ১,৪৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে:

স্বাস্থ্য পরিষেবা: আইআইএসসি বেঙ্গালুরু
সুস্থায়ী শহর: আইআইটি কানপুর
কৃষি: আইআইটি রোপার
শিক্ষা: আইআইটি মাদ্রাজ

এই পরিকাঠামো ভারতের অগ্রগতির কাঠামো তৈরি করলেও, জ্ঞানকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়াই সেই অগ্রগতির প্রাণশক্তি।

জ্ঞানভাণ্ডারকে সর্বজনের নাগালে: জ্ঞানের অধিকার ও মেধাস্বত্ব

দূরবর্তী কোনও গ্রামের এক উদীয়মান গবেষক যাতে মহানগরের কোনও গবেষকের মতোই সমান সুযোগ পান, তা নিশ্চিত করতে ভারত অতীতের জ্ঞানকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর ভেঙে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ‘ওয়ান নেশন, ওয়ান সাবস্ক্রিপশন’ কর্মসূচি এবিষয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এর মাধ্যমে ১.৮ কোটি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা ১৩,০০০টি আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে প্রবেশাধিকার পাচ্ছেন। এই উদ্যোগের গতি ও ব্যাপ্তিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ২০২৫ সালে ১১.৪ কোটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্র ডাউনলোডের পর, ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসেই ৬.২৬ কোটি প্রবন্ধে প্রবেশাধিকার নেওয়া হয়েছে। জ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহী একটি দেশের স্পন্দনই যেন এই পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হয়েছে। জ্ঞানের এই প্রসারিত সুযোগ ভারতের মেধাস্বত্ব ব্যবস্থাতেও এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এগিয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে পেটেন্টের আবেদন ২০১৪—১৫ সালে ৪২,৭৬৩টি থেকে বেড়ে ২০২৪—২৫ সালে ১,১০,৩৭৫-এ পৌঁছেছেঅর্থাৎ বৃদ্ধি হয়েছে বিপুল ১৫৮ শতাংশ। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই পেটেন্ট আবেদনে শিক্ষা ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ ২০২১---২২ সালের তুলনায় তিনগুণ বেড়েছে১১.১৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪.১৩ শতাংশে পৌঁছেছে। ১৩,০৬৭টি পেটেন্ট আবেদনে সহায়তা করা কপিলা (KAPILA) কর্মসূচি এবং ৪১৮টি প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃত আইডিয়া ল্যাব নেটওয়ার্ক-এর মতো উদ্যোগগুলি নতুন প্রজন্মের উদ্ভাবক তৈরির প্রশিক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটাই ভারতের ক্রমবর্ধমান মেধাগত সার্বভৌমত্বের ফসল। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এখন আর শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের কেন্দ্র নয়; ক্রমশ এগুলি উদ্ভাবননির্ভর ভারতীয় অর্থনীতির চালিকাশক্তিতে পরিণত হচ্ছে। ভারতের প্রায় ১২৫টি ইউনিকর্নের মধ্যে ৮৬টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উঠে এসেছে। এর মধ্যে ৬২টি সরাসরি আইআইটি এবং আইআইএসসি-এর সঙ্গে যুক্ত। তবে অন্তর্ভুক্তি ছাড়া উদ্ভাবন কেবল প্রযুক্তিগত অগ্রগতি; আর সহমর্মিতার সঙ্গে যুক্ত উদ্ভাবনই সভ্যতার এক অনন্য সাফল্য। এই সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষ।

মানবিক মুখের প্রযুক্তি: অন্তর্ভুক্তির শিকড়ে

জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) ২০২০ এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৪-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে ক্রমশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমতাসাধনের হাতিয়ার হিসেবে দেখা হচ্ছে। লক্ষ্য হল শেখার পথে থাকা প্রতিটি শারীরিক ও ডিজিটাল প্রতিবন্ধকতা দূর করে বাধাকে সুযোগে পরিণত করা।
আরপিডব্লিউডি আইন, ২০১৬-এর আওতায় ২১ ধরনের প্রতিবন্ধকতার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণে প্রশাস্ত (PRASHAST) অ্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মাধ্যমে বিদ্যালয় স্তরেই শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র চাহিদা চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী সহায়তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। একই সঙ্গে সহমর্মিতার মানসিকতা গড়ে তুলতে প্রিয়া—অ্যাক্সেসিবেল ওয়ারিয়ার কমিক বইয়ের মতো উদ্যোগ শিশুদের বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, সকলের জন্য সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলা আমাদের সবার যৌথ দায়িত্ব। ভারতের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ভারতীয় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ (আইএসএল)-এর জন্য পিএম ই-বিদ্যা চ্যানেল ৩১ এবং সিআইইটি-এনসিইআরটি-এর দৈনিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্প্রচার চালু রয়েছে। এর লক্ষ্য একটাইমানসম্মত শিক্ষাকে সবার জন্য সর্বজনীন অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
এই ক্ষেত্রে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ হল “কিতাব এক, পড়ে অনেক” (কেইপিএ)। ইউনিভার্সিটি ডিজাইন ফর লার্নিং- এর নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি এই পাঠ্যবইগুলিতে রয়েছে স্পর্শনির্ভর ডট, মুদ্রিত লেখা থেকে অডিওতে রূপান্তরের প্রযুক্তি এবং আইএসএল ভিডিওর সঙ্গে সংযুক্ত কিউআর কোড। সহজে ব্যবহার করা যায়, মজবুত ও রিচার্জযোগ্য হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত হলে এই বইগুলি জ্ঞানের এক বহুমাত্রিক প্রবেশদ্বারে পরিণত হয়। এটি প্রমাণ করে, প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার তখনই সম্ভব, যখন তা সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের জীবনকে আরও সহজ, মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় করে তুলতে কাজে আসে।
শিক্ষকই চিরন্তন উদ্ভাবক: পঞ্চতন্ত্র থেকে দিক্সা (ডিআইকেএসএইচএ) সবচেয়ে উন্নত ফিজিটাল প্রযুক্তিরও সঠিক দিশা দেখানোর জন্য প্রয়োজন একজন মানুষের স্পর্শ। ভারতীয় শিক্ষাচিন্তার ঐতিহ্যে শিক্ষক বরাবরই সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভাবকের ভূমিকা পালন করে এসেছেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণারও গভীর শিকড় রয়েছে ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শনে। এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ পঞ্চতন্ত্র। রাজা অমরশক্তির পুত্রদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব যখন আচার্য্য বিষ্ণু শর্মার উপর অর্পিত হয়, তখন প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে অনাগ্রহী ও সমস্যায় থাকা রাজপুত্রদের দেখে তিনি পিছিয়ে যাননি। বরং তিনি নতুন পথ খুঁজেছিলেন। গল্প, সংলাপ ও বাস্তব জীবনের উদাহরণকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে তিনি তাঁদের কাছে পৌঁছেছিলেন তাঁদের নিজস্ব বোধগম্যতার জগতে। এই চিরন্তন ঐতিহ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়একজন শিক্ষকের প্রকৃত দক্ষতা কেবল জ্ঞান প্রদানে নয়; বরং প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র চাহিদা ও শেখার ধরন অনুযায়ী নিজের শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে মানিয়ে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত। আজ সেই ঐতিহ্যই আধুনিক আচার্য-এর ডিজিটাল সহচর দিক্সা-র মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। প্রতিবন্ধকতা-সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে প্রতি মাসে বিনামূল্যে পাঁচ দিনের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার আধুনিক কৌশল ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করা হচ্ছে। এর ফলে ভবিষ্যতের উপযোগী আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠছেন।

আগামীর নির্মাতা

গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সে ভারতের ক্রমোন্নত অবস্থান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলি থেকে শুরু করে কেইপিএ পাঠ্যবইয়ের স্পর্শনির্ভর পাতায় পৌঁছনোএই সমগ্র যাত্রার অন্তরালে রয়েছে একটি অভিন্ন লক্ষ্য: ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন। ভারত এমন এক দেশ গড়ে তুলছে, যেখানে গবেষণা হবে অত্যাধুনিক, কিন্তু তার সুফল পৌঁছে যাবে সমাজের একেবারে প্রান্তিক স্তরেও; যেখানে প্রযুক্তি হবে যুগের সেরা, অথচ তার হৃদয়ে থাকবে গভীর মানবিকতা। এই উদ্ভাবনের কাহিনির প্রকৃত প্রাণ হলেন শিক্ষকরা। কাগজে-কলমে থাকা নীতিকে তাঁরাই শিশুদের সামনে বাস্তব সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করেন। তাঁরাই ‘বিকশিত ভারত’-এর নির্মাতা। প্রতিবার কোনও শিক্ষক পিছিয়ে পড়া বা সমস্যায় থাকা কোনও শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছনোর নতুন পথ খুঁজে নেন, সেই প্রতিটি উদ্যোগ শুধু ওই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎকেই সমৃদ্ধ করে না; একই সঙ্গে শক্তিশালী করে রাষ্ট্রের বৌদ্ধিক সক্ষমতা ও নৈতিক ভিত্তিকেও। সম্মিলিতভাবে আমরা এমন এক আগামী ভারত নিশ্চিত করতে পারি, যেখানে কোনও স্বপ্নই অতিরিক্ত বড় হবে না এবং কোনও শিশুই তার স্বপ্নপূরণের সুযোগ থেকে এতটা দূরে থাকবে না যে সেখানে পৌঁছনো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব

পরিবারতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসেবে তৃণমূল চলতে পারে না: রিতব্রত

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনওভাবেই পরিবারতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচালনা করতে দেওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরের নেতা রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, দলের যাবতীয় সিদ্ধান্ত একজন ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। তৃণমূলকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে হবে।

শনিবার নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্টে (আইআইডিইএম) নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রিতব্রত বলেন, আগে তৃণমূল কংগ্রেস এমনভাবে পরিচালিত হতো, যা অনেকটা একটি 'প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি'র মতো ছিল। দলের সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করত বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করা উচিত। কোনও পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজনৈতিক দল হিসেবে এটি কাজ করবে না এবং একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনুগ্রহের ওপর দলের নীতি-নির্ধারণ নির্ভর করা উচিত নয়।

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নির্ধারিত এক ঘণ্টার বৈঠক থাকলেও বাস্তবে প্রায় এক ঘণ্টা ২০ মিনিট ধরে আলোচনা চলে। দলের নাম ও নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে রিতব্রত নেতৃত্বাধীন শিবিরের দাবির পক্ষে যুক্তি ও নথি শোনাই ছিল বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য।এদিনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন শিবিরের বক্তব্যও শুনবে নির্বাচন কমিশন। এরপর তৃণমূলের দলীয় নাম ও প্রতীক নিয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।বৈঠকে ঠিক কী আলোচনা হয়েছে, তা বিস্তারিত জানাতে অস্বীকার করেন রিতব্রত। তিনি বলেন, আলোচনার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সমীচীন নয়। তবে এই ধরনের বিষয়ে তথ্য ও সহায়ক নথিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন যে নথিগুলি চেয়েছিল, তার অধিকাংশই তাঁদের প্রতিনিধিদল জমা দিয়েছে। আরও কিছু নথি চাওয়া হয়েছে এবং সেগুলিও জমা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

আগামী উপনির্বাচনের বিষয়টিও নির্বাচন কমিশনের সামনে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান রিতব্রত। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা আসনে আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর। তাই বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কমিশনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে তাঁদের শিবির।রিতব্রত বলেন, সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে। তাঁরা নিজেদের বক্তব্য যথাসম্ভব জোরালোভাবে কমিশনের সামনে তুলে ধরেছেন। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব কমিশনের। তিনি বলেন, "আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নই, তাই কমিশনের সিদ্ধান্ত কী হবে তা এখনই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না।"

দফায় দফায় জেরায় ভেঙে পড়েছেন অভিষেকের সহযোগী একাধিক আর্থিক অনিয়মে জড়িত থাকার কথা স্বীকার: সিআইডি

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সহকারী সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সিআইডি-র অভ্যন্তরীণ সূত্রের দাবি, দীর্ঘক্ষণ জেরার মুখে সুমিত রায় ভেঙে পড়েন এবং একাধিক আর্থিক অনিয়মে নিজের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে বহু কোটি টাকার বেআইনি জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় সুমিত রায়কে গ্রেফতার করে সিআইডি। শুক্রবার তাঁকে পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি জেলা আদালতে পেশ করা হলে আদালত তাঁকে আট দিনের সিআইডি হেফাজতে পাঠায়।

শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে একজন আইপিএস আধিকারিকের নেতৃত্বে এবং ডিএসপি পদমর্যাদার দুই আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে গঠিত সিআইডির বিশেষ দল তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিকের দাবি, টানা জেরায় সুমিত রায় একাধিক বিষয়ে তথ্য দিতে শুরু করেছেন। শুধু শালবনির জমি দখল সংক্রান্ত মামলাই নয়, রাজ্যের আরও কয়েকটি বড়সড় আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্রের বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের আরেক আধিকারিকের দাবি, শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় কোটি কোটি টাকার আর্থিক লেনদেনের তথ্য তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। অভিযোগ, ওই অর্থ একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছিল। এই লেনদেনের সঙ্গে সুমিত রায় ছাড়াও আর কারা জড়িত ছিলেন এবং কারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

তদন্তকারীদের মতে, সুমিত রায়ের বয়ান এই মামলার বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের বিষয়টি সামনে আনতে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ইতিমধ্যেই তদন্তকারীদের হাতে থাকা নথি, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য, জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি।

সিআইডি সূত্রের আরও দাবি, সুমিত রায় কার কাছ থেকে নির্দেশ পেতেন এবং এই বেআইনি লেনদেনের সঙ্গে আর কারা যুক্ত ছিলেন, সে বিষয়েও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

তদন্তকারীদের দাবি, শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় সুমিত রায়ের নামে থাকা একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য ইতিমধ্যেই তাঁদের হাতে এসেছে। ওই অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৫ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের হদিশ মিলেছে বলে সিআইডি সূত্রের দাবি। জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ওই অর্থের উৎস এবং লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

গণেশ পুজোর মণ্ডপে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ দেবে আদানি ইলেকট্রিসিটি

মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): আসন্ন গণেশ উৎসব উপলক্ষে মুম্বইয়ের গণেশ পুজোর মণ্ডপগুলিতে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নিল আদানি ইলেকট্রিসিটি। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আবাসিক হারে এই অস্থায়ী সংযোগ দেওয়া হবে, যাতে উৎসবের দিনগুলিতে শহরের বিভিন্ন মণ্ডপে নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় থাকে।

আবেদন জমা দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই গণেশ মণ্ডপগুলিতে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংস্থা। মণ্ডপের আয়োজকরা আদানি ইলেকট্রিসিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে 'নিউ কানেকশন' বিভাগ থেকে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আদানি ইলেকট্রিসিটির এক মুখপাত্র বলেন, গণেশ মণ্ডপগুলিতে নির্ভরযোগ্য অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার মাধ্যমে উৎসবের আনন্দ যাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সঙ্গে উদযাপিত হয়, তা নিশ্চিত করাই তাঁদের লক্ষ্য। গত বছর মুম্বইয়ের ১,০০০-এরও বেশি গণেশ মণ্ডপে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিল বলেও জানান তিনি।

এ বছর দ্রুত সংযোগ অনুমোদন এবং উৎসব চলাকালীন নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কোনও সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য বিশেষ কুইক রেসপন্স টিমও মোতায়েন করা হয়েছে।

গণেশ মণ্ডপে আসা ভক্তদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আয়োজকদের শুধুমাত্র অনুমোদিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিক ঠিকাদার দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ ও তারের কাজ করানোর পরামর্শ দিয়েছে সংস্থা।

এছাড়া মুম্বইয়ের ১৬৭টিরও বেশি প্রতিমা বিসর্জনস্থলে মোট ২,৯৫৮টি ফ্লাডলাইটের মাধ্যমে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছে আদানি ইলেকট্রিসিটি।

সংস্থার নির্দেশিকা অনুযায়ী, মণ্ডপে বিদ্যুতের তারের কাজ আগে থেকেই সম্পূর্ণ রাখতে হবে, মিটার কেবিনে শুধুমাত্র অনুমোদিত কর্মীদের প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে এবং সংযোগের ক্ষেত্রে মানসম্মত তার ও সুইচ ব্যবহার করতে হবে। জরুরি পরিস্থিতির জন্য একটি আইসোলেশন পয়েন্ট রাখতে হবে এবং তারগুলিতে মানসম্মত ইনসুলেশন টেপ ব্যবহার করতে হবে। মিটার কেবিন ও সুইচের সামনে পর্যাপ্ত জায়গা খোলা রাখতে হবে এবং অনুমোদিত লোডের বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে না।

মিটার কেবিনের কাছে স্পষ্ট নির্দেশিকা-সহ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং 'ডেঞ্জার' বোর্ড রাখতে হবে। পাশাপাশি মিটার কেবিনে সঠিক আর্থিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।

আয়োজকদের অনুমোদনহীন এক্সটেনশন, সরাসরি বিদ্যুৎ সংযোগ বা তারে অপ্রয়োজনীয় জয়েন্ট ব্যবহার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মিটার কেবিনের প্রবেশপথ আটকে রাখা, অনুমোদিত লোডের বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং সাধারণ মানুষের ফ্লাডলাইট, পেডেস্টাল, ফ্যান বা ইনসুলেটেড জয়েন্টের কাছে যাওয়ার সুযোগ দেওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দলীয় প্রতীক নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝে তৃণমূলকে কড়া আক্রমণ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): দলীয় প্রতীক নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে নির্বাচন কমিশনের সামনে টানাপোড়েনের আবহে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করলেন। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রবীণ বিজেপি নেতা দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ক্ষতি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই দলটির অস্তিত্বই থাকা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

দিলীপ ঘোষ বলেন, "মনে হচ্ছে কেউই দলীয় প্রতীক পায়নি। আমরা চাই না এই দলের পশ্চিমবঙ্গে বা অন্য কোথাও কোনও জায়গা থাকুক। দলটির অস্তিত্বই থাকা উচিত নয়। এই দল বাংলার ব্যাপক ক্ষতি করেছে এবং রাজনীতিকে কলুষিত করেছে।"

প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতিও তৃণমূলের বর্তমান সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমানে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে দিলীপ ঘোষ বলেন, দলের অনেকের কাছেই তৃণমূল কংগ্রেস মানেই এখনও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন থাকবেন, ততদিন তাঁকে দেখলে মানুষের মনে হবে তৃণমূল কংগ্রেস নামে একটি দল এখনও রয়েছে। তবে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক ও নেতাদের সমর্থন এখন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দিকে রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

দিলীপ ঘোষ বলেন, "তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের কথাতেই, তৃণমূল মানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তিনি যতদিন থাকবেন, তাঁকে দেখলে মনে হবে তৃণমূল কংগ্রেস নামে একটি দল ছিল। কিন্তু বিদ্রোহী গোষ্ঠীও রয়েছে, যাদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক রয়েছেন। ফলে দলটি স্পষ্টতই বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে।"এদিনই নয়াদিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর সঙ্গে দলীয় প্রতীক নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করে নির্বাচন কমিশন। প্রথমে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বক্তব্য শোনা হয়। পরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মূল গোষ্ঠীর বক্তব্য শোনে কমিশন।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের পর তৃণমূল কংগ্রেসে বিভাজন তৈরি হয়। অধিকাংশ তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরে যোগ দেন বলে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, তুলনামূলকভাবে ছোট একটি অংশের বিধায়ক ও নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখেন।

'ডোন্ট বি শাই'-এর ট্রেলারে নতুন প্রজন্মের প্রেম, বন্ধুত্ব ও জীবনের টানাপোড়েন

মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কুনাল রয় কাপুর, অনুরাগ বসু ও নেহা ধুপিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে আসন্ন ইয়ং অ্যাডাল্ট রোমান্টিক কমেডি ছবি 'ডোন্ট বি শাই'-তে। শুক্রবার ছবিটির ট্রেলার প্রকাশ্যে আসে। আলিয়া ভাট ও শাহিন ভাট প্রযোজিত এবং শ্রীতি মুখার্জি পরিচালিত এই ছবিতে বন্ধুত্ব, প্রথম প্রেম, বিচ্ছেদ, ভুল সিদ্ধান্ত এবং জীবনের জটিল পথে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার গল্প উঠে এসেছে।

ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন আরুশি বাজাজ, পীযূষ খাতি, বিয়াঙ্কা অরোরা, অংশ দুগ্গল এবং অঞ্জু আলভা নায়েক। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যামিলি 'শাই' দাস, যার ভূমিকায় রয়েছেন আরুশি বাজাজ। নিজের জীবনকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা স্বাধীনচেতা তরুণী শাই নিজের সুবিধার জন্য অন্যদের প্রভাবিত করতে পিছপা হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সেই পরিকল্পনার বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে আসে এবং একের পর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তার সাজানো জীবন ভেঙে পড়তে শুরু করে।

ট্রেলারে একাধিক সম্পর্ক, আবেগের টানাপোড়েন এবং জীবনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার গল্পের ইঙ্গিত মিলেছে। প্রচলিত প্রেমের ত্রিকোণ সম্পর্কের বদলে একাধিক সম্পর্ক ও তার জেরে তৈরি হওয়া মানসিক জটিলতাকে ছবিতে নতুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

নিজের চরিত্র প্রসঙ্গে আরুশি বাজাজ বলেন, বাস্তব জীবনের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চরিত্রে অভিনয় করা তাঁর কাছে যেমন চ্যালেঞ্জিং ছিল, তেমনই উত্তেজনাপূর্ণও। শাইয়ের চরিত্রে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্যের গণ্ডির বাইরে নিয়ে গিয়েছে বলেও জানান তিনি। দর্শকরা অবশেষে শাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে গল্পের জগতকে দেখতে পারবেনএ নিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত।

'ডোন্ট বি শাই' লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন শ্রীতি মুখার্জি। আলিয়া ভাট ও শাহিন ভাটের প্রযোজনা সংস্থা 'ইটার্নাল সানশাইন প্রোডাকশনস'-এর ব্যানারে ছবিটি প্রযোজিত হয়েছে। গ্রিশমা শাহ ও বিকেশ ভুতানি সহ-প্রযোজক হিসেবে যুক্ত রয়েছেন।

পরিচালক শ্রীতি মুখার্জি জানান, বড় হয়ে ওঠার সময় দেখা সেই সিনেমাগুলির প্রতি ভালোবাসা থেকেই 'ডোন্ট বি শাই'-এর ভাবনা এসেছে। তাঁর কথায়, ছবিটি এমন একটি সময়ের গল্প, যখন একজন মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেও অনেক দিক থেকেই এখনও তরুণ। জীবন যতই অদ্ভুত বা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠুক, শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজের কাছে ফিরে আসার পথ খুঁজে নিতে পারেছবিটি সেই অনুভূতিকেই তুলে ধরেছে।

ছবির মাধ্যমে চার নতুন অভিনেতা আরুশি বাজাজ, অংশ দুগ্গল, বিয়াঙ্কা অরোরা ও পীযূষ খাতিকে দর্শকদের সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। অংশ দুগ্গলের জন্য এটি প্রথম ছবি। তিনি বলেন, তাঁর প্রথম ছবিই যে বিশ্বজুড়ে দর্শকদের সামনে আসতে চলেছে, তা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য অনুভূতি। একই সঙ্গে উত্তেজনা, নার্ভাসনেস এবং কৃতজ্ঞতাসবকিছুই অনুভব করছেন তিনি।এদিকে ছবিটির প্রযোজক আলিয়া ভাট জানিয়েছেন, 'ডোন্ট বি শাই'-এ অভিনয় করার কথা তাঁর কখনও মনে হয়নি। বরং চার নতুন অভিনেতা এবং এক নতুন পরিচালককে নিয়ে আসার দায়িত্বই তাঁকে বেশি উদ্বিগ্ন করছে।

ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে আলিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ছবিটির কোনও চরিত্রে অভিনয় করার ইচ্ছা তাঁর হয়েছিল কি না। জবাবে তিনি জানান, এমনটা তিনি কখনও অনুভব করেননি। তাঁর মতে, অভিনেত্রী হিসেবে ক্যামেরার সামনে থাকা যেমন আনন্দের, তেমনই প্রযোজক হিসেবে একটি গল্প ও তার জগতকে শুরু থেকে তৈরি করার মধ্যে সম্পূর্ণ অন্যরকম তৃপ্তি রয়েছে।

আলিয়া বলেন, ১৪ বছর আগে অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ হয়েছিল। আর ১৪ বছর পর তিনি চার নতুন অভিনেতা এবং এক নতুন পরিচালকের আত্মপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন। ফলে বর্তমানে তাঁর মধ্যেই যেন বেশি উত্তেজনা ও নার্ভাসনেস কাজ করছে। শুরু থেকেই গল্প ও ছবির জগত তৈরির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে এই ছবিটি তাঁর হৃদয়ের খুব কাছের বলেও জানান তিনি।

ছবির মূল গল্প ২০ বছর বয়সি শ্যামিলি 'শাই' দাসকে ঘিরে। শাই মনে করে, সে তার জীবনকে সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যেতে শুরু করলে তার পরিকল্পিত জীবনও একের পর এক জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে।'ডোন্ট বি শাই' আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে প্রাইম ভিডিও-তে স্ট্রিমিং শুরু হবে।

ভারতের নেতৃত্বে বড় কূটনৈতিক সাফল্য ব্রিকস দেশগুলির যৌথ বিবৃতিতে ঐকমত্য

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): সদস্য দেশগুলির মধ্যে তীব্র ভূ-রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও 'বড় কূটনৈতিক সাফল্য' হিসেবে ব্রিকসের যৌথ বিবৃতিতে ঐকমত্যে পৌঁছল সদস্য দেশগুলি। শনিবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম দিনেই এই যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার কথা।

সূত্রের খবর, প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানগুলির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে ঐকমত্যে পৌঁছতে ভারত শুক্রবার থেকে শনিবার ভোর ৪টা পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনা ও নিবিড় কূটনৈতিক দর-কষাকষি চালায়।

এক সূত্র জানায়, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয়ে সদস্য দেশগুলির মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। ভারত ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন অবস্থানের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে ঐকমত্য তৈরির চেষ্টা চালায়। ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী একই ব্রিকস মঞ্চে থাকা সত্ত্বেও একাধিক আঞ্চলিক ও ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের মধ্যে গভীর মতপার্থক্য রয়েছে। ফলে এই পরিস্থিতিতে ঐকমত্যে পৌঁছনোর বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাত এবং ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ইরান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো দেশগুলির মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা ছিল অত্যন্ত জটিল কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ। ভারতের কূটনৈতিক দক্ষতায় সেই মতপার্থক্য ব্রিকসের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত সদস্য দেশগুলি যৌথ বিবৃতিতে ঐকমত্যে পৌঁছেছে বলে সূত্রের দাবি।চলমান বিশ্বব্যাপী সংঘাতের মধ্যেও নয়াদিল্লি ব্রিকসের অচলাবস্থা কাটিয়ে ঐকমত্য তৈরিতে সফল হওয়ায় বিশেষজ্ঞরা ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের প্রশংসা করেছেন।

এর আগে ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মধ্যে উত্তেজনা তীব্র হওয়ার পর গত মে মাসে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকসের মন্ত্রিসভা পর্যায়ের বৈঠক জোটের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনও প্রচলিত যৌথ বিবৃতি ছাড়াই শেষ হয়েছিল। গভীর মতপার্থক্যের কারণে সদস্য দেশগুলির মধ্যে ঐকমত্য তৈরি না হওয়ায় ভারত সেবার শুধুমাত্র 'চেয়ার্স স্টেটমেন্ট' এবং 'আউটকাম ডকুমেন্ট' প্রকাশ করেছিল।

এদিকে, ভারত ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বরাবরই সংঘাতের সমাধানে আলোচনা ও কূটনীতির ওপর জোর দিয়ে এসেছেন। একই সঙ্গে ভারত স্পষ্ট করেছে, এটি যুদ্ধের যুগ নয় এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনও সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসবে না।

জি২০-র সভাপতিত্বের সময়ের মতো এবারও ব্রিকসের সভাপতি দেশ হিসেবে ভারত 'গ্লোবাল সাউথ'-এর স্বার্থকে জোরালোভাবে তুলে ধরেছে। একইসঙ্গে ব্রিকসকে পশ্চিমবিরোধী মঞ্চে পরিণত না করার ক্ষেত্রেও নয়াদিল্লি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রেখেছে।

অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক 'দ্য ইন্টারপ্রেটার'-এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিকসই ভারতের ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতির সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার ক্ষেত্র। জোটের সম্প্রসারণ, যার বিরোধিতা ভারত ও ব্রাজিল উভয়েই করেছিল, ঐকমত্য তৈরির কাজ আরও কঠিন করে তুলেছে। বৃহত্তর সদস্যপদের আড়ালে ভারত ও ব্রাজিল মূলত ব্রিকসকে অর্থনৈতিক মঞ্চ হিসেবে দেখলেও চিন ও রাশিয়া এটিকে ভূ-রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে দেখেএমন বিভাজনও রয়েছে।প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভারত নিজেকে সংশোধনবাদী নয়, বরং সংস্কারপন্থী শক্তি হিসেবে তুলে ধরে। বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থায় বৃহত্তর ভূমিকা, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ এবং আর্থিক ও প্রযুক্তিগত নীতি নির্ধারণে আরও বেশি প্রভাবের পক্ষে সওয়াল করে নয়াদিল্লি। ভারতের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কিছু অংশে পরিবর্তন আনা, তবে এমন একটি ব্যবস্থাকে ধরে রাখা, যা দেশের নিজস্ব উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মণিপুরের লোকটাক হ্রদে নৌকাভ্রমণ মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের

ইম্ফল, ১২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): দু'দিনের মণিপুর সফরে এসে শনিবার উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ লোকটাক লেকে নৌকাভ্রমণ করলেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। বিষ্ণুপুর জেলার এই বিখ্যাত হ্রদ পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেল ক্যাথি গাইলস-ডিয়াজ এবং অন্যান্য আধিকারিকরা।শুক্রবার মণিপুরে পৌঁছন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। ইম্ফল শহর থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লোকটাক হ্রদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। ছোট্ট অন্তর্দেশীয় সমুদ্রের মতো দেখতে এই হ্রদের ভাসমান দ্বীপ 'ফুমদি' এবং তার উপর ভাসমান কুঁড়েঘরে বসবাসকারী মৎস্যজীবীরা পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ।মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী যুমনাম খেমচাঁদ সিংয়ের সঙ্গে শুক্রবার সাক্ষাতের সময় গোর বলেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের দিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ নজর একটি বৈচিত্র্যময় দেশের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ। তিনি মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লার সঙ্গেও লোক ভবনে সাক্ষাৎ করেন।মন্ত্রিপুখরিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে খেমচাঁদ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে মণিপুরকে 'অসাধারণ সুন্দর জায়গা' বলে উল্লেখ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। রাজ্যে কত সংখ্যক পর্যটক আসেন, সে বিষয়েও তিনি জানতে চান বলে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের এক প্রবীণ আধিকারিক জানিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন গোর। তাঁর কথায়, দুই নেতার সম্পর্ক সাধারণ কোনও প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবেও এই সম্পর্ককে গুরুত্ব দেন।মুখ্যমন্ত্রী খেমচাঁদ সিং মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে আসন্ন মণিপুর সাংগাই উৎসব ২০২৬-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। পর্যটন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রকে রাজ্যের উন্নয়নের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।খেমচাঁদ সিং বলেন, ভারত একটি 'মিনি ওয়ার্ল্ড' এবং মণিপুর হল 'মিনি ইন্ডিয়া'। রাজ্যে ৩৬টি সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।আগামী ২১ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ১০ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে মণিপুর সাংগাই উৎসব ২০২৬। এবারের উৎসবের মূল ভাবনা 'ডেস্টিনেশন মণিপুর'। রাজ্যের শিল্প ও সংস্কৃতি, হস্ততাঁত, হস্তশিল্প, চারুকলা, আদিবাসী ক্রীড়া, স্থানীয় খাবার ও সঙ্গীতের পাশাপাশি ইকো-ট্যুরিজম এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রচার ও প্রদর্শন করা হবে এই উৎসবে।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 13-09-2026, 01:18

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

অদিতি চট্টোপাধ্যায়ের দু'টি লেখা

মাঠের বাগান

মিনি যখনই তার মামার বাড়ি যায় একবার হলেও আল রাস্তার ধারে মাঠের বাগানটিতে দেখতে দেখতে যায়। মাঠের বাগানের আকর্ষণ মিনির চোখকে টেনে নিয়ে যায় সেখানে। অদ্ভুত এক শান্তি বিরাজ করে বাগানে। সারি সারি আম গাছ ঘিরে রয়ে গিয়েছে ছায়া। বাচ্চারা দোলনা বানিয়ে খেলে। সারাদিন এমনিতেই মাঠের বাগানে রোদ খুব একটা পৌঁছায় না। তারপর আবার সন্ধ্যে নামতেই সেখানে যেন এক অদ্ভুত মায়া নেমে আসে। একটা মাটির বাড়ি রয়েছে বাগানের মধ্যেখানে। সবাই বলে, মাঝরাতে মোটা লাঠি হাতে নিয়ে কেউ একজন জমির আল-পাহারা দিতে যায়। ভয়ে গা ছমছম করে ওঠে সকালের। রাতের বেলা তো দূরে থাক দিনের বেলাতেই এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। বাগানে খেললেও দূরে কুটির ঘরটিতেও কেউ যেতে সাহস পায় না। কানাঘুষা শোনা যায় যেই নাকি ওই ঘরের আশেপাশে অথবা ঘরে উঁকি ঝুঁকি মারতে গেছে সে আর ফিরে আসেনি। নিখোঁজ হয়ে রয়ে গেছে আজও। সেই জন্য ঘরের চারপাশে বাউন্ডারি দিয়ে ঘেরা আছে। মামার বাড়ি আসার পর খেলতে যাবার নাম করে মিনি মাঠের বাগান দেখতে যায়। মায়ের হাজারো বারণ মিনির কানে পৌঁছায় না। কোন মায়া মিনিকে সে পথে নিয়ে যায়। মিনি সটান চলে যায় আম বাগানে। তারপর ঘরের সামনে এসে পড়ে। দেখে কেউ কোথাও নেই, দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। এবার সত্যিই যেন মিনির গা টা একটু ছমছম করে ওঠে। সত্যিই কি এখানে কেউ থাকে, না এতদিন সব গুজবে ভরে রয়েছে। চারিদিক থেকে মিনির মনে এই প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। সন্ধ্যে নেমে আসে, মিনি আচমকা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। চতুর্দিকে খোঁজখবর শুরু হয়। ভোর হয়ে আসে কিন্তু মিনির কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। গ্রামের লোকেরা ফিসফিসানি করে বলতে থাকে শেষমেশ মিনিও কি নিখোঁজের খাতায় নাম লেখালো। সকাল দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়। মাঠের বাগান কিন্তু রহস্যের ডালি নিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝরাতে গ্রামবাসীরা শুনতে পায় অদ্ভুত এক আওয়াজ, ভারী গলায় কে যেন বলছে আয় আয় কে আছিস আয়!

কবিতার আকাশে আবৃত্তির ডানা

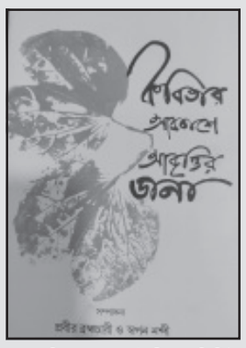

শিল্পী হওয়া ভাগ্যের বিষয়, সুর তাল লয় প্রাকৃতিক ও বাহ্যিক রসের সৌন্দর্য্য শিল্পকলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। একতারার ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাল দাদরার সুর একদিকে যেরূপ ফুটে ওঠে অন্যদিকে ঠিক তেমনই বৃষ্টিস্নাত কৃষকের সকাল সাহিত্যিকের কলমের ডগায় জেগে ওঠে। সকাল-দুপুর গড়িয়ে বিকেলে সূর্যাস্তের রামধনু স্বরূপ ছটা চিত্রকরের তুলিতে শোভা পায়। আচ্ছা, শিল্পীরা কী কেবলই জাত শিল্পী হয় ? কারণ শিল্পীসত্তা তো তাদের অস্থি-মজ্জা রক্তে নাকি স্থান-কাল-পাত্র-পরিস্থিতি তাদের প্রকৃত শিল্পী বানিয়ে তোলে ? গায়ক যেরূপ একতারার ছন্দে ছন্দে সুরধ্বনির মূর্ছনা জাগায়, সাহিত্যিক সেরূপ শব্দের জাল জাদুর মাধ্যমে আগামী অধ্যায়ে ধাবিত করে, চিত্রকর তার শিল্পকলার মাধ্যমে ধূলিকণা সমৃদ্ধ রাঙ্গামাটি ও ভরা বর্ষায় কোপায়ের প্রকৃত রূপ তুলে ধরেন। প্রবীর ব্রহ্মচারী ও স্বপন নন্দীর সম্পাদনায় 'কবিতার আকাশে

আবৃত্তির ডানা' বইটিতে বিশিষ্ট লেখক পবিত্র সরকার দেখিয়েছেন, 'শিল্পবোধ থাকতে হয়, অনুশীলন করতে হয়। শিল্পীটির তত্ত্ব আর সৌন্দর্য বুঝতে হয়। এবং তাদের অভিকরণের মধ্যে শিল্পীর সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বুঝতে হয়। সৃষ্টির সৌন্দর্য্য-বার্তা ও আবেগ যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হয়'। 'আবৃত্তি শিল্পের উৎস' অধ্যায় দেখা যাচ্ছে, 'কবিতা ও কবিতার প্রয়োগ শিল্প আবৃত্তির উচ্চ ঋকবেদে এবং অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে ঋকবেদে যখন রচিত হয় তখন লিখন পদ্ধতি আমাদের অজ্ঞাত ছিল। তাই বৈদিক ঋষিরা কবিতা রচনা করতেন মুখে মুখে এবং সেগুলিকে স্মৃতিতে ধরে রাখতেন'। 'আবৃত্তি বিষয়ক প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তর' অধ্যায়ে জানা যাচ্ছে, 'প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্পকলায় যে ৬৪ কলার উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে দুটি কলা সংপাঠ্য ও মানসী কাব্য প্রিয়া। কোনও বিষয়কে সম্যকরূপে পাঠ করার উপযুক্ত বিষয় হল সংপাঠ্য। এই সংপাঠ্যটাই আধুনিককালে আবৃত্তি নামে পরিচিত। আর মানসী কাব্য প্রিয়া হল মাত্রা পংক্তি সংযোগ অ-সংযোগ ছন্দ বিন্যাস প্রভৃতির ঠিক ঠিক অনুসরণ করে পাঠ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম আল মাহমুদ সুকান্ত ভট্টাচার্য্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ সহ শতাধিক কবি ও স্বনামধন্য লেখকদের সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ বইটি। লালমাটি প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য ৭০০।

আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

আনন্দমঠ শব্দটি এসেছে একটি কাল্পনিক মঠ অর্থাৎ একটি আশ্রমের নাম অনুসারে। গভীর অরণ্যের ভেতর একটি খোপান মঠ বা মন্দির ছিল। এই মঠের প্রধান হিসাবে ছিলেন "সত্যবাদী মহাত্মা সত্যানন্দ"। তার অনুগামী সমস্ত সন্তান দল তাদের আধ্যাত্মিক আনন্দের স্থান হিসাবে এই আশ্রমটিকে ব্যবহার করতেন। বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা এখানে আশ্রুমনিয়ে দেশের মুক্তির পরিকল্পনা করতেন এবং সেটিকেই এই উপন্যাস "আনন্দমঠ" নামে রূপকার্যে ব্যবহার করেছেন মহর্ষী বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দেশাত্মবোধক ও ধর্মীয় সাধনা দুইটোকেই এক সুতোয় বেঁধে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদলের কার্যক্রম। তা পরম আনন্দের কাজ আর ঐ সেবকদের মিলস্থলই ছিল ঐ "আনন্দমঠ" গোপনমঠ। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত "আনন্দমঠ" উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিক ও মহষী। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একখানা ঐতিহাসিক কালজয়ী ও রাজনৈতিক উপন্যাস। ১৭৭০ সালের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমি এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তার প্রেক্ষাপটেই এই উপন্যাসটি রচিত। বিখ্যাত "বন্দেমাতরম" সংগীতটি এই "আনন্দমঠ" উপন্যাসেরই অন্তর্গত যাহা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় বিপ্লবীদের দেশপ্রেম ও মাতৃভূমির প্রতি ভক্তির এক অমর আখ্যান বলা যায়।

তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে "সন্ন্যাসী সন্তান" দলের অফুরন্ত সংগ্রাম। জাতীয়তাবাদী মানসিকতা এবং মাতৃভূমির প্রতি নিস্বার্থ ভালোবাসাই ছিল এই "আনন্দমঠ" উপন্যাসের মূল উপজীব্য। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অন্যতম প্রেরণাস্রোত এই "আনন্দমঠ" উপন্যাস। সাহিত্যিক ও মহর্ষী বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার এই উপন্যাসে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে চেতনা, দেশপ্রেম ও বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের আদর্শ তুলে ধরেছেন অনেকটাই সাবলীল ভাবেই। এই উপন্যাস ভবিষ্যত ভারতীয়দের কর্তব্যবোধ, সাহস ও আত্মত্যাগের চেতনাকে জাগ্রত করায়। মাতৃভূমিকে দেবী "মা" রূপে আরাধনা, ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশে আত্মত্যাগ ও শৃঙ্খলার আদর্শ এবং সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মুক্তির শিক্ষাই হলো এই "আনন্দমঠ" উপন্যাসের মূল ভাবনা। মূল কাহিনীতে আসা যাক, সন্ন্যাসী সন্তান দলে মহেন্দ্র সিং কল্যানী, সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবনানন্দ এই চরিত্রগুলোতে ঔপনেবিশক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ত্যাগ, ভক্তি ও বিদ্রোহভাবে সংসার ত্যাগী হয়ে মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ ও সমগ্র জন মানসে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়ে তুলেছেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার এই উপন্যাসে। একদিকে যখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, বাংলার সাধারন মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছিল যখন, তখনও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও মুসলমান নবাবদের অত্যাচার ও কর আদায় থামেনি। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতেই তৎকালীন সৎ জমিদার মহেন্দ্র সিং নামে গৃহত্যাগী মানুষ ও তার স্ত্রী কল্যাণীর পরিবারকে কেন্দ্র করেই মূল কাহিনী তৈরী হয়েছিল এই "আনন্দমঠ" উপন্যাসে। মহেন্দ্র দম্পতি "সন্তান" নাম একদল সন্ন্যাসী দেশপ্রেমিকের গোপন দলে যোগদান করেন।

এই সন্ন্যাসীদলের প্রত্যেকেই জাগতিক মোহ মায়া ত্যাগ করে মাতৃভূমিকে "মা" এবং দেবী রূপে কল্পনায় নিজের দেশকে স্বাধীন করতে সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে অত্যাচারী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ঘটনার মূল নায়ক হলো মহেন্দ্র সিং সাথে সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবনানন্দ, কল্যানী এদের ভূমিকা অশেষ গুরুত্বপূর্ন। মহেন্দ্র ও কল্যানী দম্পত্তি ইংরাজ অত্যাচারীদের অত্যাচারে নিজ নিজ সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে গোপনে বিদ্রোহী "সন্তান সন্ন্যাসী" দলে যোগ দান করেন। তাদের একসাথে আক্রমণে ব্রিটিশ সরকারকে অস্থির করে তুলেছিল এই বিদ্রোহী দল। ভবানন্দ ছিলেন একজন সাহসী ও আত্মতাগী কমান্ডার। মহেন্দ্র সিং ছিল একজন প্রভাবশালী জমিদার ও সত্যবাদী। ব্রিটিশের অত্যাচারে সর্বস্ব হারিয়েছে সে। একদিকে ভয়াবহ দুভিক্ষের স্বীকার ও পাশাপাশি ব্রিটিশের অত্যাচার এই "আনন্দমঠ" উপন্যাসে বিদ্রোহী সন্ন্যাসী দলের সন্ন্যাসী ঐ বিদ্রোহের পটভূমিতে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের মন্ত্র ছড়িয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে প্রবলভাবে উদ্দীপিত করেছিল, তখন, লেখক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বন্দেমাতরম" মন্ত্র অন্তভূক্তির মাধ্যমে মাতৃভূমিকে "মা" দেবী রূপে প্রতিষ্ঠা করে পরাধীন ভারতীয়দের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলেছিলেন। ঠিক তখনই ব্রিটিশ সরকার অস্থিরতায় পড়ে "বন্দেমাতরম" সংগীতটিকে অঘোষিত বিবেচনা করেছিল। তবুও ঐ অঘোষিত সংগীতই বিদ্রোহীদের মনে গভীর ভক্তিভাবে ও গর্বের জন্ম দিয়েছিল সেই সময়ে।

বিদ্রোহী সন্ন্যাসী দলের অতি অল্পসংখ্যক কর্মী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পরবর্তীতে সমগ্র ভারতীয় বাঙালীদের স্বশস্ত্র বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছিল। ব্রিটিশ শক্তির অত্যাচারেই সত্যানন্দ, ভবানন্দ রা জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে আদর্শ তুলে ধরে, সমগ্র যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই "আনন্দমঠ" উপন্যাস দেশকে কেবল ভুখন্ড হিসাবে নয় বরং "মা" দেবী রূপে আখ্যায়িত করে দেশপ্রেমকে আধ্যাত্মিক উচ্চতায় নিয়ে যান বঙ্কিমচন্দ্র। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির লক্ষে বাঙালীদের মধ্যে ঐক্যের মন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়ে তোলেন লেখকতার এই উপন্যাসের মাধ্যমে। সন্তানদলের সন্ন্যাসীরা নিজেদের পরিবার সুখ, পার্থিব মোহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ব্রিটিশ সরকার ও অত্যাচারী মুসলমান নবাবদের উপর যাতে করে দুর্ভিক্ষের কবল হতে দেশমাতৃকাকে রক্ষা করা যায়। "আনন্দমঠ" উপন্যাসে বন্দেমাতরম শব্দটি দুটির অর্থকে হচ্ছে "বন্দনা করি "মা" আমি তোমার। সংক্ষেপে "মাতৃভূমিকে প্রণাম জানাই শ্রদ্ধার সাথে। ১৮৮২ সালেই এই বন্দেরমাতরম সংগীতটি আনন্দমঠ উপন্যাসে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। এই সংগীতের মাধ্যমে সমগ্র ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের ভাবনায় জাতীয়তাবাদী চেতনা আরও বেড়ে গিয়েছিল। "আনন্দমঠ" উপন্যাসের এই "বন্দেমাতরম" সংগীতটি পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুরারোপ করায় এটিই পড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় এই সংগীতটি প্রথম প্রকাশিত হবার পরেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় চুড়ান্ত খ্যাতি লাভ করে।

যেখানে মাতৃভূমিকে (মাতা) রূপে কল্পনা করে, মুক্তির লড়াইকে ফুটিয়ে তোলার লক্ষে সেখানে এ বিখ্যাত "বন্দে মাতরম" গানটি রয়েছে আজও সকলের মুখে মুখে। পরবর্তীকালে ভারতীয় স্বদেশ প্রেমীরা এই বন্দেমাতরম বাক্যটিকেই জাতীয়তাবাদী স্লোগান হিসাবে গ্রহণ করে আসছে। বন্দেমাতরম সংগীতে অলংকৃত এই আনন্দমঠ উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্য ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী সৃষ্টি বলা যায়। এই আনন্দমঠের মাধ্যমেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ এবং ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবনার জাগরণ ঘটে। সাহিত্য ও ইতিহাএর সাক্ষী হিসাবে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত এই আনন্দমঠ উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য, অনবদ্ধ ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে গণ্য হয়। আর পাশাপাশি "বন্দে মাতরম" ধ্বনিটি জাতিয়তাবাদী চেতনার ক্ষেত্রে সর্বদাই সঞ্জীবনী মন্ত্র হিসাবে কাজ করে লোকমুখে সর্বদাই।

একটা সময় এই "আনন্দমঠ" উপন্যাসটি হিন্দু জাগরণ বাদী মনোভাব এইং মুসলমান বিরোধী অবস্থানের জন্য বিতর্কিত হলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় ও সাহিত্যেএর প্রভাব অপরিসীম। "আনন্দমঠ" উপন্যাসটি মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও পরে বাংলা হরফে ও প্রকাশিত হয়েছিল। "বন্দে মাতরম" সংগীতটি ১৮৯৬ সালে কলকাতায় একটি কংগ্রেস অধিবেশনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নিজের কণ্ঠে সুর করে গেয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ও প্রতিবাদের স্লোগান হিসাবে বিপ্লবীরা এই গান গাইতে গাইতে দেশের জন্য ফাঁসীর কাষ্ঠে যেতেন। মহর্ষী বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত আনন্দমঠ উপন্যাসের এই বন্দেমাতরম সংগীতটির অবদান চীরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ভারতীয়দের হৃদয়ে।

রাতের বেলা কি আপেল খাওয়া উচিত ?

আপেল মানেই সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি আর রোজ একটা আপেল খেলে দূরে থাকে নানা অসুখ। ভিটামিন ও ফাইবারে ভরা এই ফল হার্ট ভালো রাখে এবং ওজনও রাখে একেবারে হাতের মুঠোয়। তবে দিনের যেকোনও সময় কি এই ফল খাওয়া শরীরের জন্য ভালো ? অনেকেই আছেন যাঁরা রাতের খাওয়া শেষ করে টুক করে একটা আপেল খেয়ে নেন। অনেকের আবার বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে রাতে ফল খেলে বোধহয় স্বাস্থ্য আরও বেশি ভালো হয়। কিন্তু এই অভ্যাসের কারণে নিজের অজান্তেই বড় কোনও বিপদ ডেকে আনছেন নাতো !

চিকিৎসকদের মতে রাতে আপেল খাওয়ার বেশ কিছু খারাপ দিক রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হজমের গোলমাল। আপেলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পেকটিন ফাইবার থাকে যা রাতে সহজে হজম হতে চায় না। এর ফলে পেট ফাঁপা, গ্যাস বা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

আপেলের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই কিছু অর্গানিক অ্যাসিড থাকে যা পেটের জন্য দিনের বেলা ভালো। কিন্তু রাতে ঘুমানোর ঠিক আগে এটি খেলে পেটের ভেতরে অ্যাসিডের মাত্রা অনেকটাই বেড়ে যায়। যার ফলে চোঁয়া ঢেকুর বা বুকজ্বালার মতো যন্ত্রণাদায়ক সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে।

আপেলের মধ্যে থাকা প্রাকৃতিক মিষ্টি বা চিনি শরীরে খুব দ্রুত এনার্জি জোগায়। ঘুমানোর আগে শরীর হঠাৎ করে এত এনার্জি পেয়ে গেলে আর সহজে ঘুম আসতে চায় না। এতে আপনার ঘুমের মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে এবং সারারাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটাতে হতে পারে।

এই সব সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে আপেল খাওয়ার সঠিক সময় কোনটা তা জেনে নেওয়া ভীষণ জরুরি। সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে অথবা সকালের জলখাবারের পর আপেল খাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময়। সকালে এটি খেলে হজমশক্তি দ্রুত বাড়ে এবং সারাদিন কাজের জন্য ভরপুর এনার্জি পাওয়া যায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে আমাদের একটু হালকা খিদে পায় তখন বাইরের খাবার খাওয়া একদমই উচিত নয়। মুখরোচক ফাস্ট ফুড বা ভাজাভুজি না খেয়ে তখন একটা আপেল খেয়ে নেওয়া খুবই ভালো অভ্যাস। এতে শরীরও ভালো থাকে এবং পেটও বেশ অনেকক্ষণ ভরা থাকে।

সব মিলিয়ে বলা যায় আপেল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী হলেও রাতে ঘুমানোর আগে এটি একেবারে এড়িয়ে চলা উচিত। বিশেষ করে যাঁদের আগে থেকেই হজমের সমস্যা রয়েছে তাঁদের রাতে কোনও রকম ফল না খাওয়ারই পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। তাই নিয়ম মেনে সঠিক সময়ে আপেল খান এবং নিজেকে রাখুন একদম তরতাজা।

সহকর্মী আপনাকে হিংসা করছেন না তো ! এই লক্ষণ দেখলেই সতর্ক হন

অফিস পলিটিক্স বা সহকর্মীদের রেষারেষি এখন প্রায় সব জায়গাতেই দেখা যায়। আপনি মন দিয়ে কাজ করছেন, বসের প্রশংসা পাচ্ছেন, কিন্তু হঠাৎ খেয়াল করলেন পাশের সিটের সহকর্মী আপনার সঙ্গে একটু অন্যরকম ব্যবহার করছেন ! আপনার কি কখনও মনে হয়েছে, আপনার উন্নতি দেখে কেউ গোপনে হিংসে করছে? আপনার আড়ালে আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি চলছে? যদি এমনটা মনে হয়, তবে এখনই সতর্ক হওয়া দরকার।

কী বলছেন মনোবিদরা ?

মনোবিদরা বলছেন, অন্যের ভালো দেখে নিজের মনে যে রাগ বা কষ্ট তৈরি হয়, সেটাই হল ঈর্ষা বা হিংসে। এটা যেমন শরীরের ক্ষতি করে, তেমনই মনের জন্যও খুব খারাপ। যাঁরা সরাসরি হিংসে করেন, তাঁদের চেনা খুব সোজা। আপনি সহজেই তাঁদের এড়িয়ে চলতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হল তাঁদের নিয়ে, যাঁরা গোপনে হিংসে করেন। সামনে খুব ভালো সাজেন, কিন্তু আড়ালে ক্ষতি করতে চান।

কী করে চিনবেন এমন মানুষদের ?

মনোবিদদের মতে, এমন কিছু লক্ষণ রয়েছে যা দেখে আপনি সহজেই এই ধরনের সহকর্মীদের চিনে নিতে পারবেন: ১. খুঁত ধরা ও ব্যঙ্গ করা: এঁরা সবসময় আপনার কাজের ভুল খুঁজবেন। আপনি যাই বলুন না কেন, এঁরা সেটা নিয়ে মজা করবেন।

২. প্রশংসা না করা: আপনি যতই ভালো কাজ করুন বা তাঁদের সাহায্য করুন না কেন, এঁরা কখনও আপনার প্রশংসা করবেন না। এমনকী, একটা সাধারণ ধন্যবাদও জানাবেন না।

৩. অযাচিত উপদেশ: এঁরা আপনাকে এমন সব কাজের বুদ্ধি দেবেন, যা হয়তো আপনার জন্য একদমই ঠিক নয়। এমন মানুষদের থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৪. কাজে বাধা দেওয়া: আপনি যাতে শান্তিতে কাজ করতে না পারেন, এঁরা সেই পরিস্থিতি তৈরি করবেন। তারপর হয়তো আপনার কাজটাই নকল করে বসের কাছে নিজের নামে চালিয়ে বাহবা নেওয়ার চেষ্টা করবেন।

৫. সাফল্যকে ছোট করা: আপনার কোনও ভালো কাজ বা প্রোমোশন হলে, এঁরা সেটাকে একদমই গুরুত্ব দিতে চাইবেন না।

৬. গুজব ছড়ানো: আপনার নামে আড়ালে নানা রকম মিথ্যা কথা বা গুজব ছড়াবেন। আপনাকে নিয়ে পিছনে হাসাহাসি করবেন।

৭. আচরণের হঠাৎ বদল: যে সহকর্মীকে আপনি খুব বিশ্বাস করতেন, দেখলেন হঠাৎ করেই তাঁর স্বভাব বদলে গিয়েছে। আপনার সঙ্গে আগের মতো আর মিশছেন না। এমন মানুষকে আর কোনও গোপন কথা না বলাই ভালো।

৮. দু'মুখো স্বভাব: আপনার সামনে এঁরা খুব মিষ্টি কথা বলবেন, কিন্তু আপনি না থাকলেই আপনার নামে নিন্দা করবেন। ৯. ব্যক্তিগত কথা জেনে নেওয়া: এঁরা খুব চালাকি করে আপনার সব ব্যক্তিগত কথা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু নিজেদের কথা কখনও কাউকে বলবেন না। পরে হয়তো দেখবেন, আপনার বলা গোপন কথাগুলো সারা অফিসে ছড়িয়ে গিয়েছে।

অফিসে শান্তিতে কাজ করতে চাইলে এই লক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখুন। যদি দেখেন কারও সঙ্গে এই বিষয়গুলো মিলে যাচ্ছে, তবে আজ থেকেই তাঁর থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। নিজের কাজের দিকে ফোকাস করুন আর ব্যক্তিগত কথা সবার সঙ্গে শেয়ার করা বন্ধ করুন।

খেলাধুলোয় অনীহা, বাড়ছে ক্লান্তি সন্তানের মধ্যে এই প্রবণতা এড়াবেন না হতে পারে বড় বিপদ

শিশুর খেলাধুলায় অনীহা ও অতিরিক্ত ক্লান্তি কি এন সি ডি এর লক্ষণ হতে পারে? হ্যাঁ, শিশুর খেলাধুলায় অনীহা, অতিরিক্ত ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট, ওজনের অস্বাভাবিক পরিবর্তন, অতিরিক্ত তৃষ্ণা বা আচরণে হঠাৎ বদল কখনও এন সি ডি -এর সতর্কসংকেত হতে পারে। সবসময় এগুলি রোগের লক্ষণ নয়, তবে বারবার দেখা দিলে বা দৈনন্দিন কাজে প্রভাব ফেললে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। যা যা জানবেন ডায়াবিটিস, হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপের মতো অসংক্রামক রোগ বা এন সি ডি -কে সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের সমস্যা বলেই মনে করা হয়। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন, শিশু ও তরুণদেরও এই ধরনের রোগ হতেপারে। কিছু অসুখ জন্মগত, আবার কিছু পরবর্তী সময়ে তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, ভারতে রোগের ধরন বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মধ্যেও এন সি ডি এখন জনস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। শিশুদের মধ্যে জন্মগত বা পরবর্তীকালে হওয়া হৃদরোগ, টাইপ-১ ডায়াবিটিস, ক্যান্সার, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন- টাইপ-১ ডায়াবিটিস হলে সারা জীবন ইনসুলিন নিতে হতে পারে। আবার অ্যাজমা থাকলে কোন কোন বিষয় শ্বাসকষ্ট বাড়ায়, তা বুঝে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ফলে রোগের প্রভাব শুধু শরীরেই সীমাবদ্ধ থাকে না পড়াশোনা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক জীবনেও তার প্রভাব পড়ে। এন সি ডি বা অসংক্রামক রোগ হলো এমন কিছু দীর্ঘস্থায়ী অসুখ, যা সাধারণত একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে ছড়ায় না। এই রোগগুলি ধীরে ধীরে তৈরি হতে পারে এবং দীর্ঘদিন ধরে শরীরে প্রভাব ফেলতে পারে। ডায়াবিটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ এবং কিছু মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা এন সি ডি -এর অন্তর্ভুক্ত।

অনিয়মিত জীবনযাপন, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, অতিরিক্ত ওজন, ধূমপান, বায়ুদূষণ ও বংশগত কারণের সঙ্গে অনেক এন সি ডি -এর সম্পর্ক থাকতে পারে। সাধারণত এই রোগ প্রাপ্তবয়স্কদের হলেও শিশু ও কিশোর-কিশোরীদেরও কিছু এন সি ডি হতে পারে। তাই ছোটবেলা থেকেই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও উপসর্গ সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। কেন শিশুদের এন সি ডি অনেক সময় নজর এড়িয়ে যায় ?

অনেক অভিভাবকই প্রথমে বুঝতে পারেন না যে কোন উপসর্গ অসংক্রামক রোগের ইঙ্গিত হতে পারে। অতিরিক্ত তৃষ্ণাকে গরমের প্রভাব বা সারাক্ষণ ক্লান্তিকে স্কুলের ব্যস্ততার ফল বলে মনে হতে পারে। আবার গুঞ্ঝঙ্গ অনেক সময় ধীরে ধীরে তৈরি হয়। খাওয়ার অভ্যাস, ওজন, ঘুম বা কর্মক্ষমতার পরিবর্তন চোখে পড়লেও শিশুকে অসুস্থ মনে নাও হতে পারে। টাইপ-১ ডায়াবিটিসের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তৃষ্ণা, বারবার প্রস্রাব, ওজন কমে যাওয়া ও দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। কখনও কখনও রোগ ধরা পড়ে ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসের মতো জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর।

১৮ ভিলেজ কমিটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় তিপ্রা মথার, ৫ ভিসির ২৫ আসনে ২৮ সেপ্টেম্বর ভোট

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর:প্রায় এক দশক পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) এলাকায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর এডিসির ১৬ নম্বর মান্দাইনগর-পুলিনপুর কেন্দ্রের ৫টি ভিলেজ কমিটির ২৫টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে।ইতিমধ্যেই ওই কেন্দ্রের ২৩টি ভিলেজ কমিটির মধ্যে ১৮টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছে তিপ্রা মথার প্রার্থীরা।

তিপ্রা মথা দলের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মার দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর পর এডিসি এলাকায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানান স্থানীয় এমডিসি জিতেন দেববর্মা।নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জিতেন দেববর্মা বলেন, ২৩টি ভিলেজ কমিটির মধ্যে ১৮টিতে তিপ্রা মথার প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। বাকি ৫টি ভিলেজ কমিটির ২৫টি আসনে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ হবে।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে যারা জনজাতি জনগণকে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত করেছে, নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের জবাব দিতে ভোটারদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আগামী দিনের নির্বাচনে জনগণের রায়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচারে মহিলার সুস্থ সন্তান প্রসবের পাশাপাশি ডিম্বাশয়ের টিউমারের সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: খোয়াই জেলা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা বিভিন্ন রোগের জটিল অস্ত্রোপচার সহ সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করে অনেক রোগী উপকৃত হচ্ছেন। গত ৮ সেপ্টেম্বর খোয়াই জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসকের তৎপরতায় এক জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যার ফলে মহিলা প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। বাইজালবাড়ি এলাকার এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা খোয়াই জেলা হাসপাতালে গত ৭ সেপ্টেম্বর ভর্তি হন। এই মহিলার সিজারিয়ান প্রসবের প্রয়োজন হয়। হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসক সিজারিয়ান প্রসবের মাধ্যমে মহিলার পুত্রসন্তানের জন্ম দেন।

কিন্তু প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসক সিজারিয়ান প্রসবের পাশাপাশি মহিলার বাম ডিম্বাশয়ের একটি বিশাল টিউমার সফলভাবে অপসারণ করেন। উল্লেখ্য, এই মহিলা প্রথমবারের গর্ভবতী ছিলেন। তিনি খোয়াই জেলা হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসক ডাঃ অর্ঘ্য মাল্য দেববর্মার তত্ত্বাবধানে ভর্তি ছিলেন। তিনি মহিলার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর বাম ডিম্বাশয়ে একটি বড় আকারের টিউমারের অস্তিত্ব শনাক্ত করেন। এরপর রোগীর পরিবারের সদস্যদের সম্মতিক্রমে খোয়াই জেলা হাসপাতালে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসক ডাঃ অর্ঘ্য মাল্য দেববর্মার নেতৃত্বে একটি টিম অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তিন কেজি ওজনের একটি সুস্থ পুত্রসন্তানের প্রসব করান এবং একই সময়ে প্রায় ৩.২-৩.৫ কেজি ওজনের বিশাল টিউমার সফলভাবে অপসারণ করেন, যাতে সম্পূর্ণ অস্ত্রোপচারে আনুমানিক সময় প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। সম্পূর্ণ এই অস্ত্রোপচারটি আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে বিনামূল্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে মা ও নবজাতক উভয়েই সুস্থ রয়েছেন।

আজ তাদের হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এই সফল অস্ত্রোপচার খোয়াই জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং জটিল রোগের চিকিৎসায় হাসপাতালের সক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত, যা সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ও বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পাবে। উক্ত অস্ত্রোপচার টিমে ছিলেন প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অর্ঘ্য মাল্য দেববর্মা, ডাঃ দিবাকর দেববর্মা, অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা, নার্সিং অফিসার তৃণময় দেববর্মা, শ্যামলী দেববর্মা ও সুজাতা দাস এবং ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট শান্ত কুমার ত্রিপুরা প্রমুখ।

আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা নিয়ে আমবাসায় বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: আয়ুষ্মান ভারত—প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার পরিষেবা আরও কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আমবাসার পিআরটিআই কনফারেন্স হলে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জেলা ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট, আমবাসা, ধলাই, ত্রিপুরার উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কর্মশালায় মূলত আইটি পোর্টাল পরিচালনা, বিভিন্ন ক্লেমের প্রক্রিয়াকরণ ও যাচাই, ক্লেম অ্যাডজুডিকেশন এবং পিএম-রাহাত সংক্রান্ত কার্যপ্রণালী নিয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।প্রকল্পের অনলাইন ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ করার পাশাপাশি উপভোক্তাদের পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. অ্যাপোলো কলই, ধলাই জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ড. বিধান ভৌমিক, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর সুকান্ত ঘোষ, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আইটি কাম ডাটা ম্যানেজার বিজন দত্ত এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ও ইনচার্জ অভিজিৎ দাসসহ অন্যান্যরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উপস্থিত অতিথিরা।প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রকল্পের নিয়ম-কানুন, অনলাইন পোর্টাল ব্যবহারের পদ্ধতি, ক্লেম সংক্রান্ত বিভিন্ন ধাপ এবং যাচাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে হাতে-কলমে ধারণা দেওয়া হয়। এর ফলে কর্মীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বাস্থ্য প্রকল্পের পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরও দ্রুততা ও নির্ভুলতা আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আয়ুষ্মান ভারত—প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সহজলভ্য করে তোলাই এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। সংশ্লিষ্ট কর্মীরা অনলাইন ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্পের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে দক্ষ হয়ে উঠলে উপভোক্তাদের পরিষেবা প্রদানের প্রক্রিয়াও আরও সহজ ও স্বচ্ছ হবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ধলাই জেলায় সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলির কাজ আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের দফতরে হিন্দু সাংবাদিকের মৃতদেহ উদ্ধার, তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলল আওয়ামী লীগ

ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই বরিশাল জেলার একটি সংবাদপত্রের দফতর থেকে এক হিন্দু সাংবাদিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের দৈনিক 'সমকাল'-এর বরিশাল ব্যুরো অফিসের ভিতর থেকে ৫৭ বছর বয়সি প্রবীণ সাংবাদিক পুলক চট্টোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি 'সমকাল'-এর প্রাক্তন বরিশাল ব্যুরো প্রধান ছিলেন।

বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আল মামুন-উল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

স্থানীয় সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশের 'ঢাকা ট্রিবিউন' জানিয়েছে, প্রায় তিন বছর আগে 'সমকাল' থেকে পুলক চট্টোপাধ্যায়কে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তিনি বরিশাল প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এছাড়া দীর্ঘদিন বাংলাদেশের আরেকটি দৈনিক 'যুগান্তর'-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যা রয়েছেন।

এদিকে, পুলক চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ। শনিবার দলটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, তাঁর দেহের যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছে, তা দেখে ঘটনাটি স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে না। দেহের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানিয়েছে দলটি।

আওয়ামী লীগের বক্তব্য, দেহের দুই পা মাটিতে ছিল, হাঁটু ভাঁজ করা এবং শরীর প্রায় সোজা অবস্থায় ছিল। দলের দাবি, এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে কারও মৃত্যু হওয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এবং ঘটনাটি সাজানো হতে পারে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে।

আওয়ামী লীগ আরও দাবি করেছে, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াতে ইসলামি জোট সরকারের সময় সংখ্যালঘুদের ওপর যে ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল, ২০২৬ সালে ফের সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। মন্দিরে হামলা, বাড়িঘরে আগুন, জমি দখল, মহিলাদের ওপর যৌন নির্যাতন এবং হিন্দুদের বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য করার মতো ঘটনার অভিযোগ তুলে দলটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দলটির দাবি, পুলক চট্টোপাধ্যায় ওই সময় একজন সাংবাদিক হিসেবে ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেগুলি নিয়ে লেখালেখিও করেছিলেন। ফলে তাঁর মৃত্যু অতীতের ঘটনাগুলির সাক্ষ্যকে নীরব করার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছে আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জামায়াতের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের দমন, সাংবাদিকদের ওপর চাপ এবং ভিন্নমতকে দমিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে। দলের বক্তব্য, পুলক চট্টোপাধ্যায় একই সঙ্গে একজন সংখ্যালঘু, সাংবাদিক এবং 'সমকাল'-এর ব্যুরো প্রধান ছিলেনতাই তাঁর মৃত্যু নিয়ে আরও গভীর তদন্ত প্রয়োজন।

পুলক চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ বলেছে, সত্যকে চাপা দেওয়া সম্ভব নয় এবং তাঁর মৃত্যু বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন সামনে এনেছে।

PNIeT NO: EE-IED/PWD/AGT/44/2026-27 dated: 11/09/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Authorized service provider / OEM (Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies/System Integrator) having Electrical Contractor License issued by the Government of Tripura and registered for online bidding system for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	EE-IED/AGT/ 97/2026-27	2,20,603.00	4,412.00	30(Thirty) Days
2	EE-IED/AGT/ 98/2026-27	23,54,976.00	47,100.00	90(Ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 21/ 09/2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 21/09/2026, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura
Contact: 9436925870

ICA/C-1933/26

WALK-IN INTERVIEW

Applications from eligible candidates are invited to attend a Walk- in Interview for one (01) post of Project Assistant under the project 'AICRP on biological control of crop pests' funded by ICAR-NBAIR at College of Agriculture, Tripura to be held on 21st September, 2026 at 12:00 Noon at College of Agriculture, Tripura. Candidates are to report in the office at 11.30 AM and submit the application with photocopies of all relevant documents. Original certificates must be produced for verification.

Detail information on eligibility criteria and other service conditions may be obtained from the college website https://coatripura.ac.in/.

ICA/D-965/26

Sd/-
(Prof. Debashish Sen)
Principal & Director College of Agriculture,
Tripura Lembucherra, West Tripura.

PNIeT No: 50/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated, 09/09/2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal: Mtc. Of Govt. residential building during the year 2026- 27/SH: - Providing and fitting fixing of Aluminium framed windows in different type quarters at Malanchaniwas Govt. Quarter Complex, Agartala under the jurisdiction of Central-I Sub-Division, PWD (Building) (2nd call). The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.
DNIET No: 39/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27
Estimated Cost: 9,44,316.00, Earnest Money: 18,886.00 and Time for completion : 90 days
Last date & time for online Bidding: 17/09/2026 upto 3:00 PM

ICA/C-1930/26

Sd/-
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

১৯৯৮ সালেই ভারতে হামলার আশঙ্কা জানিয়েছিল বিন লাদেন: সিআইএ রিপোর্ট

ওয়াশিংটন, ১২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ১৯৯৮ সালে ভারতে হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল আল-কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনের। সম্প্রতি প্রকাশিত সিআইএ-র গোপন নথিতে এমনই তথ্য উঠে এসেছে। নথিগুলিতে বিন লাদেনের জঙ্গি নেটওয়ার্কের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগসূত্র এবং তাকে আফগানিস্তান থেকে বহিষ্কার করতে তালিবানের অস্বীকৃতির বিষয়ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৯৮ সালের ২৮ আগস্টের একটি সিআইএ মূল্যায়নে সম্ভাব্য হামলার স্থান হিসেবে ভারত ও পাকিস্তানের পাশাপাশি মিশর, আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন দেশ, উগান্ডা এবং সম্ভবত নাইজেরিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়। তবে এই তথ্যের উৎস নথিতে গোপন রাখা হয়েছে। প্রকাশিত অংশে ভারতের কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু, হামলার তারিখ বা নির্দিষ্ট কোনও অপারেশনাল পরিকল্পনার উল্লেখ নেই।

'বিন লাদেন টেররিস্ট নেটওয়ার্ক স্টিল আ থ্রেট' শিরোনামের ওই গোয়েন্দা নথিতে বলা হয়েছিল, আফগানিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে থাকা বিন লাদেন এবং অন্যান্য জঙ্গি নেতারা মার্কিন হামলা থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল ছিল, কয়েকটি প্রশিক্ষণ শিবিরে ফের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল এবং অন্য কয়েকটি শিবির স্থানান্তর করা হচ্ছিল। সিআইএ-র মূল্যায়নে বলা হয়, অন্তত ৬০টি দেশে থাকা ব্যক্তি ও সহযোগী জঙ্গি সংগঠনগুলির মাধ্যমে হামলা চালানোর সক্ষমতা ছিল বিন লাদেনের।

৯/১১ হামলার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সিআইএ-র পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফ যে ৭১টি প্রেসিডেন্টস ডেইলি ব্রিফ নথি প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে এই নথিও রয়েছে। সিআইএ জানিয়েছে, ৯/১১ সংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের জন্য প্রস্তুত করা গোপন গোয়েন্দা ব্রিফগুলির মধ্যে এটিই তাদের সবচেয়ে বড় প্রকাশিত সংগ্রহ।এতে ১০০ পৃষ্ঠারও বেশি বিশ্লেষণ রয়েছে।

নথিগুলিতে কান্দাহার জিম্মি সংকট এবং বিন লাদেনের সঙ্গে যুক্ত জঙ্গিদের বিষয়ে পাকিস্তানের ভূমিকার কথাও উঠে এসেছে।

২০০০ সালের ৩ জানুয়ারির একটি মূল্যায়নে বলা হয়, আগের মাসে তালিবানের মন্ত্রিসভা বিন লাদেনকে আফগানিস্তান থেকে বহিষ্কার না করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে নিয়েছিল। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির পক্ষ থেকে বিন লাদেনকে প্রত্যর্পণের অনুরোধের পর ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

ওই ব্রিফে আরও বলা হয়, কান্দাহার জিম্মি সংকটকে ব্যবহার করে বিন লাদেনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযান চালানো হতে পারেএই আশঙ্কায় তালিবানের কয়েকজন নেতা তাকে নিরাপত্তা বাড়ানোর সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন। এই অংশের কিছু তথ্য এখনও গোপন রাখা হয়েছে।

নথিতে অপহরণের ঘটনায় "ইসলামাবাদের ভূমিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক সন্দেহ"-এর কথাও উল্লেখ করা হয়। তবে নথিটি পাকিস্তানকে ওই অপহরণের জন্য দায়ী বলে প্রতিষ্ঠা করেনি। বরং মূল্যায়নে বলা হয়েছিল, পাকিস্তানের তৎকালীন নেতা পারভেজ মুশারফের পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা এবং আন্তর্জাতিক চাপের কারণে তিনি তালিবানের ওপর বিন লাদেনকে বহিষ্কারের জন্য চাপ বাড়াতে পারেন।

২০০০ সালের ২৭ জুনের আরেকটি ব্রিফে বিন লাদেনের নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তানের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়। আন্তর্জাতিক চাপের পাশাপাশি ইসলামপন্থী উগ্রপন্থীরা পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারেএই আশঙ্কাও ইসলামাবাদের পদক্ষেপের অন্যতম কারণ ছিল বলে জানানো হয়।

বিন লাদেনের সংগঠনের সদস্যরা অন্য দেশে আরব জঙ্গিদের পাঠাতে সমস্যার কথা জানিয়েছিল। এর পেছনে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের ওপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পেশোয়ারের কাছে অভিযান চালিয়ে উত্তর আফ্রিকার উগ্রপন্থীদের ছয় সহযোগীকে গ্রেপ্তারের কথাও নথিতে উল্লেখ রয়েছে।

১৯৯৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারির আরও একটি মূল্যায়নে বলা হয়েছিল, পাকিস্তানভিত্তিক হরকত-উল-আনসারের নেতারা মিশরের জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে মিলে বিন লাদেনের সেই ফতোয়ায় স্বাক্ষর করেছিলেন, যেখানে বিশ্বজুড়ে মার্কিন স্বার্থ ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে হামলার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

সিআইএ জানিয়েছে, প্রকাশিত নথিগুলি থেকে আল-কায়েদা সম্পর্কে মার্কিন গোয়েন্দা বিশ্লেষকদের ক্রমবর্ধমান ধারণা এবং সীমিত, অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ তথ্যের মধ্যেও সম্ভাব্য হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্কবার্তা দেওয়ার প্রচেষ্টার বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

কমিউনিস্টরা ধর্মীয় আচার বন্ধ করতে চেয়েছিল, তৃণমূল বাংলাকে 'গ্রেটার বাংলাদেশ' বানানোর চেষ্টা করেছে: শুভেন্দু

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের প্রাক্তন বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। তাঁর অভিযোগ, দুই সরকারের আমলেই হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি 'সৎমায়ের মতো' মনোভাব দেখানো হয়েছে।

উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠ কেষ্টপুরে একটি গণেশ পুজোর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গত ৪৯ বছরের মধ্যে ৩৪ বছর কমিউনিস্টরা শাসন করেছে। তারা ধর্মকে মানুষের আফিম বলে মনে করত। এরপর ১৫ বছর তৃণমূল কংগ্রেস বাংলাকে গ্রেটার বাংলাদেশে পরিণত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে।" তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে সনাতনী হিন্দুদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিকভাবে আঘাত করা হয়েছে।

সিপিআই(এম)-কে নিশানা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, প্রতি বছর দুর্গাপুজোর চার দিন পুজো মণ্ডপের সামনে দলীয় বইয়ের স্টল দেওয়া হলেও সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা বই পাওয়া যেত না। তাঁর দাবি, ওই স্টলগুলিতে কার্ল মার্কস বা লেনিনের মতো বিদেশি লেখকদের বই পাওয়া গেলেও হনুমান চালিশা বা ভগবদ্গীতার মতো ভারতীয় ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যেত না। তাঁর কথায়, "সেখানে স্পষ্টভাবে লেখা থাকত যে তারা ধর্মে বিশ্বাস করে না এবং ধর্মকে আফিম মনে করে।"

এরপর ২০১১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ওই ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গকে 'গ্রেটার বাংলাদেশে' পরিণত করার জন্য সমস্ত রকমের চেষ্টা করা হয়েছিল।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সরাসরি না নিয়ে তাঁকে নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরদুই বিধানসভা কেন্দ্রেই তিনি তাঁকে পরাজিত করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এক বছর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পুজো সমন্বয় বৈঠকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, মহরমের কারণে বিজয়া দশমীতে নির্দিষ্ট বছরে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া যাবে না।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শুভেন্দু অধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রায় ২,০০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। ২০২৬ সালে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ১৫,০০০-এর কিছু বেশি ভোটের ব্যবধানে হারান।

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা ব্রিকসের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স'-এর ডাক

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ২০২৫ সালের জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতির পক্ষে সওয়াল করল ব্রিকস। শনিবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত 'নয়াদিল্লি ঘোষণা ২০২৬'-এ ২২ এপ্রিল ২০২৫-এর ওই হামলার উল্লেখ করা হয়েছে। হামলায় ২৬ জন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হয়েছিলেন।

যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদকে অপরাধমূলক ও অন্যায় হিসেবে উল্লেখ করে ব্রিকস নেতারা বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের কোনও উদ্দেশ্য, স্থান বা পরিচয়ের ভিত্তিতে তার বৈধতা দেওয়া যায় না। সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসে অর্থ জোগান এবং জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন তাঁরা।

ঘোষণায় বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদকে কোনও ধর্ম, জাতীয়তা, সভ্যতা বা জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়। সন্ত্রাসবাদে যুক্ত এবং তাদের সহযোগীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী জবাবদিহির আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দ্বিচারিতা প্রত্যাখ্যান করে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে।

ব্রিকস নেতারা আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির প্রাথমিক দায়িত্ব রয়েছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক আইন, রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, শরণার্থী আইন এবং প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বাধ্যবাধকতা মেনেই সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

ব্রিকস কাউন্টার-টেররিজম ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং তার পাঁচটি সাব-গ্রুপের কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা আরও গভীর করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের কাঠামোর মধ্যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে একটি সর্বাত্মক কনভেনশন দ্রুত চূড়ান্ত ও গ্রহণের আহ্বানও জানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের তালিকাভুক্ত সমস্ত সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসী সংগঠনের বিরুদ্ধে সমন্বিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উগ্রবাদ ও র‍্যাডিকালাইজেশন প্রতিরোধে ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি বিনিময়ের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সন্ত্রাসে অর্থ জোগানের বিষয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ব্রিকস। অবৈধভাবে ভার্চুয়াল সম্পদের ব্যবহার এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রক কাঠামো লঙ্ঘনের মতো কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, টেকসই উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার অখণ্ডতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।একইসঙ্গে সীমান্তপারের প্রতারণা, সংগঠিত অনলাইন জালিয়াতি এবং তথাকথিত 'স্ক্যাম কম্পাউন্ড'-এর বিস্তার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি, পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং দুর্বল পরিস্থিতিতে থাকা ব্যক্তিদের ব্যবহার করে পরিচালিত এই ধরনের অপরাধমূলক নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে সমন্বিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে ব্রিকস।

সিপাহীজলা জেলার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: সীমান্ত এলাকায় জনজীবনে শান্তি ও সংহতি বজায় রাখতে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা এক আদেশে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় জনসাধারণের চলাচলে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় ও সোনামুড়া মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৫০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত এলাকায় এই বিধিনিষেধ কার্যকর হবে। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ১২ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে।

এই আদেশ অনুযায়ী, রাত ৮টা থেকে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩-এর ১৬৩ ধারার অধীনে এই বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত সামরিক বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের সদস্যদের চলাচলের ক্ষেত্রে, সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার এবং সোনামুড়া ও বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসকদের অনুমোদিত সাধারণ মানুষের চলাচলে, জরুরি সরকারি দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে সরকারি কর্মচারিদের চলাচলে, জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে এমন রোগীদের চলাচলের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না। আদেশ অমান্যকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩- এর ২২৩ ধারায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জনসাধারণকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

মেয়াদোত্তীর্ণ চিপস-চকলেট সরবরাহের অভিযোগ ধর্মনগরের পাইকারি ব্যবসায়ীকে ঘিরে চাঞ্চল্য

ধর্মনগর, ১২ সেপ্টেম্বর: শিশুদের পছন্দের চিপস, চকলেট-সহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছেএমন গুরুতর অভিযোগ উঠেছে ধর্মনগরের মহেশ্মৃতি রোডের পাইকারি বাজারের একটি ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবসা, রামকৃষ্ণ স্টোরকে ঘিরে। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির মালিক বিকাশ ভট্টাচার্য।

অভিযোগ অনুযায়ী, রামকৃষ্ণ স্টোর থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন এলাকায় শিশুদের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্যপণ্য, বিশেষ করে চিপস সরবরাহ করা হয়। সেই সরবরাহের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ চিপস, চকলেট-সহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ সত্য হলে বিষয়টি শিশুদের স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

এদিকে, রামকৃষ্ণ স্টোরের এক কর্মী শাশ্বত মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁর বক্তব্যের একটি অংশকে কেন্দ্র করেই অভিযোগটি আরও গুরুত্ব পেয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য সরবরাহ করা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তদন্ত ও খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষা জরুরি বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, খাদ্যপণ্যের মেয়াদ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয় কিনা। বিশেষ করে শিশুদের খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে প্রশাসনের আরও কঠোর নজরদারি প্রয়োজন বলে দাবি তাঁদের।অন্যদিকে, বিকাশ ভট্টাচার্য সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত বলে স্থানীয়ভাবে পরিচিত। এই পরিচয়ের কোনো প্রভাব তাঁর ব্যবসায়িক কার্যক্রমে পড়েছে কি না বা প্রশাসনিক কোনো ধরনের সুবিধা নেওয়া হয়েছে কি না, তা নিয়েও তদন্তের দাবি উঠেছে। তবে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে সরকারি তদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য জানা জরুরি।

স্থানীয়দের দাবি, খাদ্য দপ্তর ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত রামকৃষ্ণ স্টোরে পরিদর্শন করে সরবরাহ করা খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ, মেয়াদ সংক্রান্ত নথি যাচাই এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরীক্ষা করা হোক। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

তবে এই অভিযোগের বিষয়ে রামকৃষ্ণ স্টোরের মালিক বিকাশ ভট্টাচার্যের বক্তব্য এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাঁর বক্তব্য পাওয়া গেলে তা যথাযথভাবে পরবর্তী প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হবে। এখন দেখার বিষয়, অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট খাদ্য দপ্তর ও প্রশাসন কতটা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং তদন্তে প্রকৃতপক্ষে কী তথ্য সামনে আসে।

মহারাজগঞ্জ বাজারে নির্ধারিত সময়ের বাইরে ট্রাক থেকে পণ্য ওঠানামায় ট্রাফিক পুলিশের অভিযান

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: আগরতলার অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকা মহারাজগঞ্জ বাজারে যানজট নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অভিযান চালাল ট্রাফিক দপ্তর। শনিবারের এই অভিযানে নির্ধারিত সময়ের বাইরে রাস্তার উপর পণ্যবাহী ট্রাক দাঁড় করিয়ে পণ্য ওঠানো-নামানোর অভিযোগে ট্রাকচালক ও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়।

মহারাজগঞ্জ বাজার শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হওয়ায় প্রতিদিন ছোট গাড়ি থেকে শুরু করে ভারী পণ্যবাহী ট্রাক পর্যন্ত কয়েকশো যানবাহনের আনাগোনা হয়। অভিযোগ ছিল, ব্যস্ত সময়ে পণ্যবাহী ট্রাকগুলি প্রধান সড়কের উপর দাঁড় করিয়ে পণ্য ওঠানো-নামানোর কাজ করা হচ্ছে। এর ফলে নিয়মিত যানজট তৈরি হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ যাত্রী ও পথচারীদের দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন ট্রাফিক পুলিশ বিশেষ অভিযানে নামে। অভিযানের সময় পণ্যবাহী ট্রাকগুলির চলাচল ও অবস্থানের উপর নজরদারি চালানো হয়। একইসঙ্গে ট্রাকচালক ও ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত সময় মেনে পণ্য ওঠানো-নামানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যস্ত সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটিয়ে কোনও ধরনের পণ্য ওঠানো-নামানোর কাজ বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়।

ট্রাফিক দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এই অভিযান কোনও একদিনের জন্য নয়। মহারাজগঞ্জ বাজার-সহ শহরের অন্যান্য ব্যস্ত এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। যানজট সৃষ্টি করে এমন কোনও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

অভিযানের ফলে সাময়িকভাবে হলেও যানজট থেকে স্বস্তি মিলেছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। ব্যবসায়ীরাও সুশৃঙ্খলভাবে পণ্য পরিবহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তবে পণ্য ওঠানো-নামানোর জন্য আরও নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করার দাবি জানিয়েছেন তাঁদের একাংশ।

প্রশাসনের মতে, আগরতলার বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখা শুধু সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্যই নয়, শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণের স্মরণে ধলেশ্বরে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর:স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো ভাষণের স্মরণে শনিবার ধলেশ্বরে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশন, ধলেশ্বরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে মানবসেবার মহান আদর্শকে সামনে রেখে রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের জীবন বাঁচানোর বার্তা তুলে ধরা হয়।

শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, রামকৃষ্ণ মিশন ধলেশ্বরের সভাপতি স্বামী অমত্তানন্দ মহারাজ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এদিনের কর্মসূচিতে স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য বহু মানুষ এগিয়ে আসেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা ও এর মাধ্যমে মুমূর্ষু রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের মানবসেবা ও পরোপকারের আদর্শকে সামনে রেখে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরের মূল বার্তা ছিল, "রক্তদান করুন, জীবন বাঁচান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সমাপ্ত হল অষ্টম নর্থ ইস্ট পেনকাক সিলাট চ্যাম্পিয়নশিপ—২০২৬

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর:তিন দিনব্যাপী অষ্টম নর্থ ইস্ট পেনকাক সিলাট চ্যাম্পিয়নশিপ—২০২৬ শনিবার সমাপ্ত হয়েছে। আগরতলার এনএসআরসিসি-তে আয়োজিত হয় প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, পদ্মশ্রী প্রাপক ও প্রাক্তন আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা।

এই প্রতিযোগিতায় উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, সিকিম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খেলোয়াড় ও প্রতিনিধিরা প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। তিন দিন ধরে বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তারা খেলাধুলার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়দের একই মঞ্চে এনে এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেও মত প্রকাশ করেন অতিথিরা।

স্বপন দেববর্মার উপর হামলার অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটি

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর:আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মাকে ঘিরে সাম্প্রতিক হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করল ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা বা আইপিএফটির কেন্দ্রীয় কমিটি। শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মাকে ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়েও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা আলোচনা করেন।

এদিনের বৈঠকে দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়েও মতবিনিময় হয়। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বৈঠক শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে সূত্রের খবর।

বোনের বিয়ে দিতে জমি বিক্রি, ৩০ বছর পর সেই জমি নিয়ে মামলা, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: বোনের বিয়ের খরচ মেটাতে প্রায় ৩০ বছর আগে জমি কেনার পরও হাতে পাননি জমির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। দীর্ঘ তিন দশক পর হঠাৎ সেই জমি নিয়ে মামলা হয়েছে জানতে পেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মোহনপুর মহকুমার বামুটিয়া তহশীল কাছারির অন্তর্গত রাঙ্গুটিয়া গ্রামের বেড়িমুড়া পালপাড়া এলাকায়।

অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা মৃত অবিনাশ দাস ও কর্ণমণি দাস প্রায় ৩০ বছর আগে, ১৯৯৭ সালে, একই এলাকার মৃত অধীর গোস্বামী ও শংকর গোস্বামীদের কাছ থেকে প্রায় এক কানি জমি ক্রয় করেছিলেন। পরিবারের দাবি, তাঁদের বোনের বিয়ের সময় সেই জমি কেনা হয়েছিল এবং জমির মূল্যও পরিশোধ করা হয়। কিন্তু জমি বিক্রির পরও অধীর গোস্বামী ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে জমির কাগজপত্র করে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

পরবর্তীতে একাধিকবার কাগজপত্র করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলেও প্রতিবারই তাঁদের শুধু আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে অবিনাশ দাস ও কর্ণমণি দাসের পরিবার। এরই মধ্যে প্রয়াত হয়েছেন জমির বিক্রেতা অধীর গোস্বামীও।

পরিবারের দাবি, দীর্ঘ প্রায় তিন দশক ধরে বিষয়টি এভাবেই চলার পর গতকাল হঠাৎ তাঁদের বাড়িতে তহশীল দপ্তরের কর্মীরা আসেন। তখনই তাঁরা জানতে পারেন, শংকর গোস্বামী ওই জমি নিয়ে মামলা করেছেন বলে অভিযোগ।

এদিকে, শংকর গোস্বামীর মুহুরির বিরুদ্ধে তহশীল কর্মীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করারও অভিযোগ তুলেছে অবিনাশ দাস ও কর্ণমণি দাসের পরিবার। যদিও অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

ঘটনায় উদ্বিগ্ন পরিবারটি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানায়, তাঁরা প্রায় ৩০ বছর আগে অধীর গোস্বামী ও শংকর গোস্বামীদের কাছ থেকে জমিটি কিনেছিলেন। বোনের বিয়ের প্রয়োজনে জমিটি কেনার পর দীর্ঘদিন ধরে কাগজপত্র করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেও কোনও সুরাহা হয়নি। এখন হঠাৎ করে ওই জমি নিয়ে মামলা হওয়ায় তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন।

পরিবারের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ন্যায্য ও সুষ্ঠু সমাধানের দাবি জানানো হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখলে থাকা জমি নিয়ে হঠাৎ মামলা হওয়ার ঘটনায় তাঁরা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। সমস্ত নথিপত্র ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য যাচাই করে প্রশাসন যেন বিষয়টির সমাধান করে, সেই আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

১৭ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে আগরতলায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবিরের আয়োজন করল আগরতলা পুর নিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ড। শনিবার টিআরটিসি সংলগ্ন সন্ধি বিবাহ ভবনে এই স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর মনিমুক্তা দাস-সহ অন্যান্যরা। সকাল থেকেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

শিবিরে আগত রোগীদের বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধপত্রও বিতরণ করা হয়।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের স্বাস্থ্য পরিষেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে আগামী দিনেও এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান কর্মকর্তারা।

বিরল রোগে আক্রান্ত শিশু মনশ্রী

● **আটের পাতার পর** কলেজ এবং হাসপাতালে শিশুটিকে নিয়ে যান। এবং সেখানে তাকে গত ২১ আগস্ট রিসডিপ্লাম ওষুধের ১২টি ভায়াল দেওয়া হয়।

এছাড়া টাটা ট্রাস্ট থেকে অতিরিক্ত সহায়তা পাওয়ার সুবিধার্থে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ২৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে একটি শংসাপত্র প্রদান করেন। যার ভিত্তিতে টাটা ট্রাস্ট শিশুটির চিকিৎসার জন্য ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এও জানানো হয়েছে, মনশ্রীর বাবা মা এবছর জুলাই মাসে তাকে নয়াদিল্লিস্থিত এইমসে নিয়ে যান এবং সেখানেও তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মনশ্রী চৌধুরীর বাবা মায়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং শিশুটিকে সর্বোত্তম সম্ভাব্য সব ধরনের চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কৈলাসহরে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সরব বিরজিত প্রশাসনকে এক সপ্তাহের সময়সীমা

● **আটের পাতার পর** রাতে সমরুরপাড় এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে গাঁজা পাচারের সময় বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে। বর্তমানে ওই যুবক কৈলাসহর জেলে রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

শহরে পরপর এমন ঘটনা ঘটলেও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, এসব ঘটনার বিরুদ্ধে কংগ্রেস চুপ করে বসে থাকবে না।

বিরজিত সিনহা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রশাসন যদি ঘটনাগুলির বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থককে নিয়ে কৈলাসহরে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন করা হবে। ওই আন্দোলনের কারণে কৈলাসহরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে তার দায় প্রশাসনকেই নিতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

সমাজের দুর্বল, অসহায় ও

● **আটের পাতার পর** বিশ্বের সামনে তুলে ধরেনি, একই সঙ্গে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতার এক মহান বার্তা দিয়েছিল। আজও স্বামীজির সেই চিন্তাধারা সমগ্র বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ"-এর ভাবনার মধ্যেও স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বমানবতার সেই আদর্শ প্রতিফলিত হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

রক্তদানের সামাজিক ও মানবিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, রক্তের কোনও ধর্ম, বর্ণ বা জাত হয় না। একজন রক্তদাতা জানেন না তাঁর দান করা রক্ত কোন মানুষকে দেওয়া হবে। একইভাবে একজন রক্তগ্রহীতাও জানেন না কার দান করা রক্তের মাধ্যমে তিনি নতুন জীবন ফিরে পেলেন। রক্তদান তাই মানুষের মধ্যে এক গভীর মানবিক বন্ধন তৈরি করে। একজন রক্তদাতার দান করা রক্ত বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত করে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহার করা সম্ভব। ফলে একজনের রক্তদান একাধিক মানুষের জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই কারণেই নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে জীবনে অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি নয়। সমাজের দুর্বল, অসহায় ও পিছিয়েপড়া মানুষের কল্যাণে কাজ করার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত রয়েছে। কোনও ধরনের ছলচাতুরি বা বাহ্যিক আড়ম্বরের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নয়। নিষ্ঠা, সততা এবং সেবার মানসিকতা নিয়েই মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। এই আদর্শকে সামনে রেখে সকলকে সমাজ ও মানুষের জন্য কাজ করা উচিৎ।

রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রামকৃষ্ণ মিশন শুধু আধ্যাত্মিক চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ মিশন দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। রাজ্যে ভয়াবহ বন্যার সময়ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ যেভাবে ত্রাণ ও সেবামূলক কাজে এগিয়ে এসেছেন সেটা সত্যিই গর্বের বিষয়।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার ও রামকৃষ্ণ মিশনের যৌথ উদ্যোগে বৈদেশিক ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের রাজ্যেই এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে। উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই ধরনের দক্ষতা তাদের ভবিষ্যতে আরও বেশি সুযোগ তৈরি করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, মানুষের সংকটাপন্ন মুহূর্তে রক্তের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। রাজ্যে বর্তমানে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সাফল্যকে ধরে রাখতে জনসচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। রাজ্যে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন তারা নিঃসন্দেহে সমাজের জন্য একটি মহান কাজ করছেন। রক্তদানের মাধ্যমে একজন মানুষ কোনও প্রত্যাশা ছাড়াই অন্য একজন মানুষের জীবন রক্ষায় এগিয়ে আসেন। এই মানবিক চেতনা সমাজে বিরাট ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের উৎসাহিত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী অমর্ত্যানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ।

ভারত-চীন সম্পর্কের

● **প্রথম পাতার পর** জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি। অনুষ্ঠানের পটভূমিতে ছিল রামেশ্বরমের ঐতিহাসিক রামনাথস্বামী মন্দিরের প্রতিকৃতি। অনুষ্ঠানের সময় মন্দিরের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কে শি জিনপিংকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতেও দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে।

গত ৩১ অগস্ট কিরগিজস্তানের বিশকেকে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের সময়ও দুই নেতার সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ হয়েছিল। এর আগে ২০২৫ সালের অগস্টে তিয়ানজিনে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে তাঁদের বৈঠক হয়।

২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকেই ভারত ও চিনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে। সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখাকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বারবার তুলে ধরেছে নয়াদিল্লি।

খোয়াইয়ে সিএনজি

● **প্রথম পাতার পর** বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ।

অটোচালকদের দাবি, অবিলম্বে বিকল জেনারেটর মেরামত করে সিএনজি পরিষেবা স্বাভাবিক করতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে যাতে দীর্ঘ সময় পরিষেবা বন্ধ না থাকে, সেজন্য বিকল্প ও স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে, সিএনজি স্টেশনের ম্যানেজার জানান, জেনারেটর সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে বারবার জানানো হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। ফলে দ্রুত কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছেন অটোচালকরা।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর** টমটমের চালকের সন্ধান মেলে। পরে চালকের বাড়ি থেকে ব্যাগসহ সমস্ত সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, টমটম চালক নিজেও জানতেন না যে যাত্রীর ব্যাগটি গাড়ির সিটের পিছনে পড়ে রয়েছে। পরে পুলিশ গয়নাগুলি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

শনিবার এনসিসি থানার পুলিশ প্রকৃত মালিক নিরঞ্জন দেবনাথের হাতে উদ্ধার হওয়া সমস্ত গয়না তুলে দেয়। পুলিশের এই তৎপরতায় খুশি পরিবারটি।

আগ্নেয়াস্ত্র ও ইয়াবা সহ

● **প্রথম পাতার পর** কলমচৌড়ার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ সরকার (৩৫)। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার দক্ষিণ কলমচৌড়া (গালাছিপা) এলাকায় যৌথ তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। কলমচৌড়া ও সোনামুড়া থানার পুলিশ এবং ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফের জওয়ানরা এই অভিযানে অংশ নেন। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সোনামুড়ার এসডিপিও ।অভিযান চলাকালীন দুই যুবকের কাছ থেকে ১২০ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট, একটি কারখানায় তৈরি পিস্তল এবং পাঁচ রাউন্ড জীবন্ত গুলি উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয় ।ঘটনায় এনডিপিএস আইন এবং অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চলন্ত ট্রেন থেকে

● **প্রথম পাতার পর** দপ্তরের কর্মীরা। তাঁরা গুরুতর আহত দুলু দাসকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

তবে কোন ট্রেনে করে দুলু দাস যাত্রা করছিলেন, কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন এবং ঠিক কীভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে তিনি পড়ে গেলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তের অপেক্ষায় রয়েছে সকলেই।

প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক

● **প্রথম পাতার পর** *সমর্থকদের উদ্দেশে প্রদ্যোত আহ্বান জানান, তাপস দে-কে সম্মান জানাতে দলের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হোক এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হোক। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত স্তরে তাপস দে-কে তিনি সবসময় মনে করবেন। প্রদ্যোত আরও জানান, তাঁর মা রাজমাতা বিভু দেবীও এই শোক ও দুঃখের মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন এবং তাপস দে-র পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।*

এদিকে, আজ সকালে তাপস দে-র নশ্বর দেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় ত্রিপুরা বিধানসভা প্রাঙ্গণে। সেখানে প্রাক্তন বিধায়কের মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ-সহ অন্যান্যরা। এরপর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবে। সেখানেও সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং শুভানুধ্যায়ীরা প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরে তাঁর মরদেহ রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিপরা মথার কর্মী-সমর্থকরা ফুল দিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

স্বাস্থ্যকর্মীর তৎপরতায়

● **প্রথম পাতার পর** হাসপাতালে পৌঁছাতে তখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে বুঝতে পেরে পরিস্থিতি দ্রুত পর্যালোচনা করেন স্বাস্থ্যকর্মী প্রসেনজিৎ শুক্ল বৈদ্য। অপেক্ষা করে হাসপাতালে পৌঁছানোর চেষ্টা করলে মা ও নবজাতক উভয়েরই গুরুতর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলে তিনি বুঝতে পারেন। এরপরই অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই জরুরি প্রসব করানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ব্রিচ প্রেজেন্টেশনের মতো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর অভিজ্ঞতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং সময়োপযোগী হস্তক্ষেপে নিরাপদে প্রসব সম্পন্ন হয়। অ্যাম্বুলেন্সেই জন্ম নেয় নবজাতক। প্রসবের পর কোনও বিলম্ব না করে অ্যাম্বুলেন্সটি দ্রুত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের দিকে রওনা দেয়। সেখানে মা ও নবজাতককে ভর্তি করে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করা হয়। চিকিৎসাকর্মীরা জানান, সময়মতো জরুরি প্রসব করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে মা ও নবজাতক দুজনেই স্থিতিশীল এবং সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গেছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর

● **প্রথম পাতার পর** ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মৃদঙ্গ শেখেন তিনি। এসব কর্মকাণ্ড তাঁর আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও মানসিক দৃঢ়তা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর সৌরভ আগরতলার অসম রাইফেলস পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তীতে আগরতলার টিআইটি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বি-টেক সম্পন্ন করেন। স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শুরু করেন।

তবে প্রথম দুইবারের চেষ্টায় সাফল্য আসেনি। কিন্তু ব্যর্থতায় ভেঙে না পড়ে আরও কঠোরভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকেন সৌরভ। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় প্রচেষ্টায় এসএসবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। এরপর অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, গয়া-তে এক বছর কঠোর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট হিসেবে কমিশন লাভ করেন।

সৌরভ তাঁর এই সাফল্যের জন্য পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও আত্মীয়স্বজনের নিরন্তর সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনাকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। বিশেষভাবে তাঁর বোন স্নিগ্ধা সিনহা, অবসরপ্রাপ্ত মেজর প্রফুল্ল কুমার সিনহা এবং খুড়তুতো বোন প্রিয়া সিনহার সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। সৌরভের সেনাবাহিনীতে যোগদানের আগ্রহ তৈরি ও তা ধরে রাখার ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত মেজর প্রফুল্ল কুমার সিনহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অন্যদিকে এসএসবি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন প্রিয়া সিনহা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রিয়া নিজেও এর আগে এসএসবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র একটি আসন থাকায় তিনি শেষ পর্যন্ত সুযোগ পাননি। নিজের অপূর্ণ স্বপ্নকে পাশে রেখে সৌরভকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে গিয়েছেন তিনি।

সৌরভের বাবা সুবোধচন্দ্র সিনহা জানান, পরিবার কখনও তাঁদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা ছেলের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। বরং সৌরভ নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পরিবার সবসময় সেটিকে সম্মান করেছে এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছে।

সৌরভের মা আশা সিনহাও সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে বাবা-মায়ের, বিশেষ করে মায়ের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, একজন মায়ের উচিত সন্তানের পথপ্রদর্শক হওয়ার পাশাপাশি বন্ধুও হওয়া। সন্তানের অনুভূতি বোঝা, তার মনের স্পন্দন অনুভব করা এবং তার আবেগকে সম্মান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তম শ্রেণিতে দেখা একটি স্বপ্ন থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা হয়ে ওঠার সৌরভের এই যাত্রা অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস ও লক্ষ্যপূরণের প্রতি অটল থাকার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। পরপর ব্যর্থতার পরও হাল না ছেড়ে পরিবারের সহযোগিতা ও নিজের দৃঢ় সংকল্পকে সঙ্গী করে শেষ পর্যন্ত সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছেন তিনি।

কৃষির রূপান্তরে

● **প্রথম পাতার পর** বিষয় নয়; এর সঙ্গে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও জড়িয়ে রয়েছে।

মন্ত্রী জানান, ২০১৪ সালের তুলনায় বর্তমানে ত্রিপুরা কলেজ অব এগ্রিকালচারে শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং একাডেমিক পরিসর অনেকটাই বিস্তৃত হয়েছে। তাঁর কথায়, সরকারের লক্ষ্য 'আত্মনির্ভর কৃষক, আত্মনির্ভর গ্রাম, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা।'

কৃষকের আয় বাড়াতে শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি যথেষ্ট নয় বলে উল্লেখ করে রতনলাল নাথ বলেন, কৃষকদের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কৃষিপণ্যের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করা, উৎপাদন খরচ কমানো এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষকদের প্রবেশাধিকার তৈরি করাও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

তিনি বলেন, কৃষির উৎপাদনশীলতার সঙ্গে মাটির স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য, জল সংরক্ষণ এবং পরিবেশের স্থায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কৃষি দুর্বল হলে গ্রামীণ অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনই কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থানেও প্রভাব পড়বে এবং পরিবেশের ওপর চাপ বাড়বে।

মন্ত্রী আরও বলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কৃষিজমির মাটি, জল ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আগামী দিনে কৃষির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হবে জলবায়ু পরিবর্তন। তাই এমন কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করতে সক্ষম।"

নবীন কৃষিবিদ ও কৃষি পেশাজীবীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ত্রিপুরার কৃষির রূপান্তরে শিক্ষিত তরুণ কৃষি পেশাজীবীরাই নতুন মুখ হয়ে উঠতে পারেন। তাঁদের জ্ঞান, গবেষণা ও উদ্ভাবনী চিন্তাই রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করে তুলতে পারে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
13-09-2026, 01:13

হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনাল আয়োজিত বিশ্বকাপ ক্যুইজ পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। 'হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনাল'-এর উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্বকাপ কুইজ প্রতিযোগিতার মেগা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে আজ। বিকেল ৫টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের তিন তলার হলরুমে এই জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে এই উন্মুক্ত মঞ্চে কুইজের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে উপস্থিত ছিলেন দেশ ও রাজ্যের একাধিক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। অতিথি হিসেবে মঞ্চে ছিলেন দেশের প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য। পাশাপাশি মঞ্চ আলো করেছেন অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার এবং রাজ্য দলের বিশিষ্ট ক্রিকেটার মনি শংকর মুরাসিং। এছাড়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'স্যন্দন' পত্রিকার সম্পাদক সুবল কুমার দে এবং দৈনিক সংবাদ'-এর এডিটর সঞ্জয় পাল, প্রখ্যাত আইনজীবী পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রতন দত্ত প্রমুখ। এডিটর চন্দ্রা রায়, সমরেশ দে, রঞ্জিত দেববর্মা, ভেটারেন ক্রীড়া সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ স্পট ক্যুইজে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ক্রীড়ামোদী ও সাধারণ দর্শকদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। এই বিশেষ দিনে শুধু বিশ্বকাপের বিজয়ীদের সংবর্ধিত করাই নয়, বরং সেখানে উপস্থিত দর্শক ও অতিথিদের জন্যও ছিল আকর্ষণীয় 'স্পট কুইজ'-এর ব্যবস্থা। মূল ক্যুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের জন্য প্রথম পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে একটি ট্যাবলেট, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে একটি মোবাইল ফোন এবং তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে একটি ইন্ডাকশন কুকার। পাশাপাশি অন্যান্য বিজয়ী এবং দর্শকদের জন্যও ছিল বিপুল সংখ্যক বিশেষ পুরস্কার। 'হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনাল'-এর এডিটর ইন চিফ প্রণব সরকার সংক্ষিপ্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলরুমে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে ক্লাবের প্রায় ৯০ শতাংশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সম্পাদক অভিষেক দে বিগত বছরের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন এবং কোষাধ্যক্ষ মেঘধন দেব বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ তুলে ধরেন। উপস্থাপিত প্রতিবেদন ও আর্থিক হিসাব নিয়ে উপস্থিত সদস্যরা বিশেষ করে দিব্যেন্দু দে, কৌশিক সমাজপতি, শান্তনু বণিক প্রমুখ গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নেন এবং বিস্তারিত পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত হয়। সম্মেলনের ওপেন সেশনে ক্লাবের শুভানুধ্যায়ী ও স্পন্সরর দেবাশীষ ভট্টাচার্যকে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বৈঠকের দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ২০২৬ থেকে ২০২৮ মেয়াদের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। এতে পুনরায় সুপ্রভাত দেবনাথ সভাপতি, শান্তনু বণিক ও কিরিটি দত্ত সহ-সভাপতি, অভিষেক দে সম্পাদক, অনির্বাণ দেব ও অভিষেক দেববর্মা সহ-সম্পাদক এবং মেঘধন দেব কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। নবগঠিত কমিটির কার্যকরী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বজিৎ দেবনাথ, প্রসেনজিৎ সাহা, মৃদুল চক্রবর্তী, সুব্রত দেবনাথ, প্রণব শীল, জাকির হোসেন, বাপন দাস এবং মিল্টন ধর। সভার অন্তিম পর্যায়ে আগামী দিনে ক্লাবের উন্নয়ন ও সাংবাদিকদের কল্যাণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিশেষে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চালকের আসনে ওপিসি ব্যাকফুটে কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। এ ডিভিশন সুপার ফোর লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে প্রথম দিনেই স্পষ্ট দাপট বজায় রেখে চালকের আসনে পৌঁছে গেল ওল্ড প্লে সেন্টার (ওপিসি)। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে শনিবার সকাল ৯টায় শুরু হওয়া দুই দিবসীয় ম্যাচের প্রথম দিনটি ছিল পুরোদস্তুর বোলারদের দখলে। এক দিনেই দুই দলের মোট ১৭টি উইকেটের পতন ঘটে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে ওপিসি তাদের প্রথম ইনিংসে ৫৬.৩ ওভারে ১৭৫ রান তুলে অলআউট হয়ে যায়। দলীয় ইনিংসে নবারুণ চক্রবর্তী ৩৮ ও অধিনায়ক দ্বীপায়ন দেববর্মা ৩৮ রান করে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এছাড়া শ্রীমন দেবনাথ করেন ২৫ রান। কসমোপলিটন ক্লাবের পক্ষে দুর্দান্ত বোলিং উপহার দেন অধিনায়ক শংকর পাল; তিনি ২২ ওভারের স্পেলে ৬৫ রান দিয়ে ৬টি উইকেট শিকার করেন। এছাড়া অর্কজিৎ রায় ২টি এবং অমরেশ দাস ও মিজানুর রহমান ১টি করে উইকেট নেন।জবাবে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে কসমোপলিটন ক্লাব। ওপিসির মারাত্মক বোলিং তোপের সামনে দাঁড়িয়ে দিনের খেলা শেষে ৩১ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ৮৭ রান তুলতে সমর্থ হয়েছে তারা। দলের পক্ষে রিয়াজ উদ্দিন ৪৯ বলে ২২ রান করে অপরাজিত রয়েছেন এবং শংকর পাল করেন ১৪ রান। ওপিসির পক্ষে বল হাতে ধ্বংসযজ্ঞ চালান পৌরুষ মিশ্র; তিনি ১৪ ওভারে ২৮ রান দিয়ে একাই ৪টি উইকেট তুলে নেন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়ে রোহন বিশ্বাস ২টি এবং অপূর্ব বিশ্বাস ১টি উইকেট দখল করেন। প্রথম দিনের খেলা শেষে কসমোপলিটন ক্লাব এখনও ৮৮ রানে পিছিয়ে রয়েছে, যেখানে মাত্র ৩টি উইকেট হাতে নিয়ে ডিফেন্স করা তাদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুপার ফোর : তিন রানের লিড নিয়ে এগিয়ে চলমান সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা মেলাঘর: শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে এ ডিভিশন সুপার ফোর লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে ইউনাইটেড বিএসটি এবং চলমান সংঘ। সকাল ৯টায় শুরু হওয়া দুই দিন মেয়াদের এই ম্যাচের প্রথম দিনটি ছিল সম্পূর্ণ বোলার ও ব্যাটারদের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের। টসে জিতে প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ইউনাইটেড বিএসটি চলমান সংঘের ধারালো বোলিংয়ের মুখে পড়ে মাত্র ১৩৫ রান সংগ্রহ করতেই ৩৯ ওভারে তাদের ১০টি উইকেট হারিয়ে ফেলে। দলের পক্ষে অধিনায়ক কৃতি দীপ্ত দাস ২৫ বলে ২৮ রান এবং জয়দেব দেব ১৮ বলে ২৪ রান করলেও, বাকিরা বড় ইনিংস গড়তে ব্যর্থ হন। তবে এক প্রান্ত আগলে রেখে ৮৬ বলে ৪১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলকে লড়াইয়ের পুঁজি এনে দেন অভিষেক কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব। চলমান সংঘের হয়ে দুর্দান্ত স্পেল করে সুরজ কুমার ১৬ ওভারে ৩০ রান দিয়ে ৫টি উইকেট তুলে নেন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণধন নমঃ এবং দেবোত্তম ঘোষ ২টি করে উইকেট শিকার করেন। জবাব দিতে নেমে দুর্দান্ত সু সূচনা করে চলমান সংঘ এবং দিন শেষে প্রথম ইনিংসে ৩ রানের মূল্যবান লিড নিয়ে সুবিধাজনক স্থানে রয়েছে। ২৫.৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে তাদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ১৩৮ রান। দলের হয়ে চোখধাঁধানো ব্যাটিং করেন সহেল দেববর্মা, যিনি ৯২ বল খেলে ১৪টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে ৮৭ রান তুলে অপরাজিত রয়েছেন। তাঁকে উপযুক্ত সঙ্গ দেন অর্কজিত পাল (৩৩)। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সহেলের সঙ্গে উইকেটে রয়েছেন সিদ্ধার্থ দেবনাথ (৫)। ইউনাইটেড বিএসটি-র পক্ষে তনয় মন্ডল এবং সৌরভ দাস ১টি করে উইকেট পান। প্রথম দিনে মোট ১২টি উইকেটের পতন ঘটায় ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ফলাফল কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই সবার নজর।

কোহিমায় ত্রিপুরা বডিবিল্ডারদের জয়জয়কার নর্থইস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে রূপো ও ব্রোঞ্জ জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। নাগাল্যান্ডের কোহিমাস্থ ক্যাপিটাল কালচারাল হলরুমে আয়োজিত ২য় মিস্টার নর্থইস্ট বডিবিল্ডিং অ্যান্ড ফিজিক চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ ত্রিপুরা বডিবিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশন-এর খেলোয়াড়েরা অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। নিজ নিজ বিভাগে কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা ও একাগ্রতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রাজ্যের দুই তরুণ বডিবিল্ডার পদক ছিনিয়ে এনেছেন। ৬৫ কেজি পুরুষদের বডিবিল্ডিং বিভাগে আশিক দেববর্মা রৌপ্য পদক লাভ করেছেন এবং ৭০ কেজি বিভাগে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তাপ বাড়িয়ে উত্তম ত্রিপুরা ব্রোঞ্জ পদক জয় করে ত্রিপুরাকে গর্বিত করেছেন।টিমের এই অভাবনীয় সাফল্যে সানন্দ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ত্রিপুরা বডিবিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দাস। তিনি টিম ম্যানেজার বিশ্বজিৎ বণিক (ডেভিড)-সহ পুরো প্রতিনিধি দলকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে, তরুণ অ্যাথলিটদের এই লড়াই ও জয় রাজ্যবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের বিষয়।

কাউন্টিতেও এবার রেকর্ডবুকে মানব সুথার

লন্ডন: টেস্ট অভিষেকে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও মানব সুথারের বোলিং নজর কেড়েছিল। এবার কাউন্টি ক্রিকেটেও নিজের জাত চেনালেন ভারতের এই তরুণ স্পিনার অলরাউন্ডার। কার্ডিফের সোফিয়া গার্ডেন্সে আয়োজিত কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ডিভিশন ওয়ান ম্যাচে গ্ল্যামারগনের বিরুদ্ধে বল হাতে দারুণ পারফর্ম করলেন ভারতের তরুণ বাঁহাতি স্পিনার। ২৬ বছর বয়সি রাজস্থানের এই ক্রিকেটার একটি রানও খরচ না করে পুরো ম্যাচে ৩টি উইকেট শিকার করেন, যা এক কথায় অবিশ্বাস্য!

মাচে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমেছিল ওয়ারউইকশায়ার। তাঁরা স্কোরবোর্ডে ৩৯১ রান তোলে। জবাবে মানবের দুর্দান্ত বোলিং স্পেলের ওপর ভর করে প্রতিপক্ষ গ্ল্যামারগনকে প্রথম ইনিংসে ৬৯ ও দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৬৫ রানে গুটিয়ে দেয় তারা। শেষ পর্যন্ত এক ইনিংস ও ২৫৭ রানের বিশাল ব্যবধানে ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়ে ওয়ারউইকশায়ার। নিজের পারফরমান্সের মধ্যে দিয়ে ১৩১ বছরের পুরনো একটি রেকর্ড স্পর্শ করলেন মানব।

উল্লেখ্য, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে একটি রানও খরচ না করে ম্যাচের দুই ইনিংসেই উইকেট নেওয়ার বিরল কৃতিত্ব ক্রিকেট ইতিহাসে এর আগে মাত্র একজনেরই ছিল। ১৮৯৫ সালে দ্য ওভালে সারের বিরুদ্ধে লেস্টারশায়ারের হয়ে খেলার সময় ইংরেজ বোলার টম হেওয়ার্ড ৬টি ডট বলে ৩টি উইকেট নিয়েছিলেন। এরপর সুথারই দ্বিতীয় বোলার হিসেবে এই ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করার নজির গড়লেন।

গ্ল্যামারগনের প্রথম ইনিংসে মানুব সুথারকে দেরিতে আক্রমণে আনা হয়। প্রতিপক্ষের শেষ উইকেটটি তুলে নিতে তাঁর মাত্র ৩টি বলের প্রয়োজন হয়েছিল, যার শেষ বলে তিনি ১১ নম্বর ব্যাটার মীর হামজাকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ওপর দলের ভরসা ছিল। যখন ২৪তম ওভারে তাঁকে বোলিং আক্রমণে আনা হয়। নিজের প্রথম ওভারটি মেডেন নেওয়ার পর, পরের ওভারেই তিনি জোড়া আঘাত হানেন।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল মানব সুথারের। অভিষেকেই প্রথম ইনিংসে ৩৩ রানে ৬ উইকেট নেন। এটিই ছিল একুশ শতাব্দীতে কোনো ভারতীয় বোলার হিসেবে টেস্ট অভিষেকে সেরা বোলিং স্পেল। উল্লেখ, ভারতের জার্সিতে টেস্টে অভিষেকের প্রথম ওভারেই উইকেট শিকার করেন। এই শতাব্দীতে টিনু ইয়ওহানানের পর তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।

২০২৭ বিশ্বকাপে কি তিনি আদৌ খেলবেন? স্পষ্ট জানালেন রোহিত

নয়াদিল্লি: ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা অতীতে একাধিকবার ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। তবে সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার তাঁর বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এবার স্বয়ং তিনি নিজেই বিশ্বকাপে খেলার প্রসঙ্গে মুখ খুললেন। রোহিত জানিয়ে দিলেন পরের বছরের বিশ্বকাপ এখনও অনেক দূরে।

গত ইংল্যান্ড সিরিজের মাঝপথেই রোহিত শর্মার অবসরের জোর জল্পনা শোনা গিয়েছিল। তবে লর্ডসে দুরন্ত শতরানের মাধ্যমে ইতিহাস গড়ে সেইসব জল্পনার জবাব দিয়েছিলেন রোহিত। তারপরে এখনও রোহিত অবসর কথা জানাননি। তবে তাঁর ভবিষ্যৎ ঘিরে জল্পনা অব্যাহত। পরের বিশ্বকাপের সময় রোহিতের ৪০ বছর বয়স হয়ে যাবে। তাই তার ফিটনেস নিয়ে জল্পনা অব্যাহত। এবার সেই জল্পনা নিয়ে মুখ খুললেন রোহিত। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''২০২৭ সালের অক্টোবর তো এখনও অনেক দূরে। আমরা সেই সময় কী হয়, সেটা তখন দেখব।''

এইসব জল্পনা, আলোচনার মাঝেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন রোহিত শর্মা। এই মুহূর্তে শুধুমাত্র এই একটা ফর্ম্যাটেই খেলন হিটমান। টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট থেকে আগেই অবসর নিয়ে নিয়েছেন। আগামী বছরের ওয়ান ডে বিশ্বকাপে খেলার জন্য মরিয়া হয়ে আছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। তাই নিজেকে ফিট রাখতে চাইছেন প্রতিনিয়ত। শেষবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে খেলতে দেখা গিয়েছিল রোহিতকে। তিন মাচের সিরিজের শেষ ম্যাচে শতরানও হাঁকিয়েছিলেন ৩৯ বছরের তারকা ওপেনার। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ান ডে সিরিজ। সেই সিরিজেই ফের একবার রোহিত ও বিরাটকে দেখা যাবে জাতীয় দলের জার্সিতে। টিম রোহিতের সোশাল মিডিয়ায় একটি ক্লিপ পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে রোহিত ইন্ডোরে অনুশীলন সারছেন। ব্যাটিং অনুশীলন থেকে শুরু করে ফিটনেসের পরীক্ষা দিতেও দেখা যাচ্ছে হিটম্যানকে। ব্যাট হাতে বেশ স্বমহিমায় মনে হল রোহিতকে। তাহলে কি ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধেও বড় ইনিংস আসছে? আশায় আছেন সমর্থকরা।

ইউএস ওপেনের ফাইনালে জ্বেরে

ইউএস ওপেনে পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠলেন শীর্ষ বাছাই আলেকজান্ডার জ্বেরেব। সেমিফাইনালে সরাসরি সেটে তিনি হারালেন অবাছাই কারেন খাচানভকে। ফাইনালে জ্বেরেবকে লড়াই করতে হবে অষ্টম বাছাই বেন শেলটনের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড় পিছিয়ে পড়েও হারিয়েছেন স্বদেশীয় ফ্রান্সেস টিয়াফোকে।সরাসরি জিতলেও জ্বেরেবকে যথেষ্ট লড়াই করতে হয়েছে সেমিফাইনালে। প্রথম সেট ৬-৩ ব্যবধানে জিতলেও পরের দু'টি সেটে জার্মান তারকাকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন খাচানভ। দু'টি সেটের ফলাফলই হয়েছে টাইব্রেকারে। ২ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটের লড়াইয়ে বিশ্বের ৫০ নম্বরের বিরুদ্ধে প্রতিটি পয়েন্ট লড়াই করে জিততে হয়েছে জ্বেরেবকে। খাচানভ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ম্যাচের ফল অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু কয়েকটি আনফোর্সড এরর করে সুবিধা হাত ছাড়া করেন। শেষ পর্যন্ত জ্বেরেবের পক্ষে ম্যাচের ফল দাঁড়ায় ৬-৩, ৭-৬ (৯-৭), ৭-৬ (৮-৬)। এই নিয়ে টানা তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠলেন জ্বেরেব।দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শেলটন জয় পেয়েছেন ৪-৬, ৬-৩, ৬-৩, ৭-৫ ব্যবধানে। একাদশ বাছাই টিয়াফো শুরুটা ভাল করলেও ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি। কাজে লাগাতে পারেননি ব্রেক পয়েন্ট। শেলটনের শক্তিশালী সার্ভিসও বেশ সমস্যায় ফেলেছে তাঁকে। সেমিফাইনালে যে মানের টেনিস শেলটন খেলেছেন, ফাইনালে তা ধরে রাখতে পারলে জ্বেরেবকে সমস্যায় ফেলে দিতে পারেন। ২০২৩ সালে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন শেলটন। তার পর আর তৃতীয় রাউন্ডের বাধা অতিক্রম করতে পারেননি। প্রথম বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলবেন ২৩ বছরের টেনিস খেলোয়াড়।

রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালে তেলিয়ামুড়া, সদর ও বিশালগড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করে নিয়েছে তেলিয়ামুড়া, সদর এবং বিশালগড়। তবে আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় উদয়পুর ও মোহনপুরের মধ্যকার শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি ভেস্তে যায়। বৃষ্টির কারণে খেলায় ব্যাঘাত ঘটায় আম্পায়ার ও টুর্নামেন্ট কমিটি ম্যাচটি স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হন। আয়োজকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সংরক্ষিত দিন (রিজার্ভ ডে) হিসেবে আগামীকাল এই স্থগিত ম্যাচটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখান থেকেই চতুর্থ সেমিফাইনালিস্ট দল নির্ধারিত হবে।অন্যান্য কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে জয়ী দলগুলো। তেলিয়ামুড়া ও খোয়াইয়ের মধ্যকার বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে দারুণ লড়াই শেষে ৭ রানের ব্যবধানে জয় পায় তেলিয়ামুড়া। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তেলিয়ামুড়া ৪৬.৪ ওভারে ২২১ রান সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে বৃষ্টির কারণে খোয়াইয়ের সামনে ৪৪ ওভারে ১৯৬ রানের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই ৪৪ ওভারে ১৮৮ রানেই গুটিয়ে যায়। তেলিয়ামুড়ার এই জয়ের মূল কারিগর সেবিকা দাসতিনি ব্যাট হাতে ৪৮ বলে ৭টি বাউন্ডারি ও ৯টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৬ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলার পাশাপাশি বল হাতে ৩১ রানে ৩টি উইকেট দখল করে নিশ্চিতভাবেই 'প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ'-এর খেতাব অর্জন করেন। দিনের অপর দুই ম্যাচে সদর ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে লংতরাই ভেলিকে উড়িয়ে দেয় এবং বিশালগড় ১১৪ রানের শক্ত ব্যবধানে শান্তির বাজারকে

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের গোল উৎসব

দুই মৌসুম পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেরার উপলক্ষ দারুণ জয়ে রাঙাল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আজারবাইজানের ক্লাব সাবাহ বাকুকে গুঁড়িয়ে দিল মাইকেল ক্যারিকের দল।ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বৃহস্পতিবার ইউনাইটেড জিতেছে ৪-০ গোলে।মাতেউস কুইয়া দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, ব্যবধান বাড়ান ব্রুনো ফের্নান্দেস। বিরতির আগেই আরেক গোল করেন বেনিয়ামিন শেশকো। দ্বিতীয়ার্ধে তাদের অন্য গোলটি করেন লিসান্দ্রো মার্তিনেস।প্রায় ৬০ শতাংশ বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২১ শট নিয়ে ১০টি লক্ষ্যে রাখতে পারে ইউনাইটেড। সাবাহর ১১টি শট নিলেও একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি।বাছাই পেরিয়ে আসা প্রতিপক্ষকে শুরু থেকে চাপে রাখলেও, ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না ইউনাইটেড। তবে ২৭তম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য আক্রমণেই গোল আদায় করে নেয় তারা।মাঝমাঠে সাবাহ বল হারালে আক্রমণ শাণায় স্বাগতিকরা। কয়েক সতীর্থের পা ঘুরে বল পেয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে গোলমুখে ক্রস বাড়ান প্যাট্রিক ডগু এবং ওখানে নিখুঁত এক টোকায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোলের খাতা খোলেন কুইয়া।এ মৌসুমে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের এটা প্রথম গোল।পিছিয়ে পড়ার আট মিনিটের মধ্যে পাল্টা জবাব দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পায় সাবাহ। সতীর্থের দূরের পোস্টে বাড়ানো ক্রস দারুণ পজিশনে পেয়ে হেড পাশের জালে মারেন গত শনিবার ঘরোয়া লিগে হ্যাটট্রিক করা মিকেলস।বিরতির আগে তিন মিনিটে আরও দুই গোল করে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে নেয় ইউনাইটেড।৪২তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফের্নান্দস। বেলজিয়ান মিডফিল্ডার ইউরি টিলেমান্সের কাটব্যাক পেয়ে, ১০ গজ দূর থেকে প্রথম ছোঁয়ায় শটে গোলটি করেন এই মিডফিল্ডার। মৌসুমে তার গোল হলো চারটি। গত ৩০ অগাস্ট প্রিমিয়ার লিগে ইপ্সউইচ টাউনের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন তিনি।এরপর, দ্রুত শাণানো পাল্টা-আক্রমণে তৃতীয় গোলটি করেন শেশকো। ব্রায়ান এমবুমোর থ্রু পাস ধরে ডি-বক্সে এগিয়ে আসা গোলরক্ষককে কাটিয়ে বল জালে পাঠান স্লোভানিয়ার স্ট্রাইকার।টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন শেশকো। গত রোববার প্রিমিয়ার লিগে এভারটনের সঙ্গে ২-২ ড্র ম্যাচে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।৬৮তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলে ইউনাইটেড। ফের্নান্দসের বুদ্ধিদীপ্ত ফ্রি কিকে ছয় গজ বক্সে বল পেয়ে, প্রতিপক্ষের দুজনের বাধার মুখে ব্যাকহিল করেন জির্কজি। গোলরক্ষক তালগোল পাকালে টোকায় বল জালে ঠেলে দেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার মার্তিনেস।প্রিমিয়ার লিগে প্রথম তিন রাউন্ডে মাত্র একটি ম্যাচ জিততে পেরেছে ইউনাইটেড। সেখানে পরের ম্যাচে তারা লড়বে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে। ডার্বির আগে দারুণ জয়ে বাড়তি আত্মবিশ্বাস অর্জন করল দলটি।ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর পায়ের নিচের জমিন আলগা হয়ে যাচ্ছে ক্রমেই। এতদিন তার পাশে থাকলেও এবার সরে দাঁড়িয়েছে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ)। প্রভাবশালী সংস্থাটির এই সিদ্ধান্তের পর তার ওপর চাপ বাড়ছে আরও।২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ফিফার শীর্ষ পদে থাকা ইনফান্তিনোর আগামী বছরের নির্বাচনে জয়কেও মনে হচ্ছিল স্রেফ সময়ের ব্যাপার। তবে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিশ্বকাপের ৪.২ বিলিয়ন ডলারের শেয়ার বিক্রির ব্যর্থ পরিকল্পনার পর থেকেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি। একাধিক মহাদেশীয় ও জাতীয় ফুটবল সংস্থা তার পদত্যাগ বা তাকে প্রতিস্থাপনের আহ্বান জানিয়েছে।এফএফএফ বৃহস্পতিবার যে বিবৃতি দিয়েছে, সেখানেও ফুটে উঠছে এই বাস্তবতা।"যদিও প্রাথমিকভাবে ফিফা সভাপতিকে সমর্থন দেওয়া হয়েছিল, যিনি তখন তার নিজের উত্তরসূরি হিসেবে একমাত্র প্রার্থী ছিলেন, তবে সেই সমর্থনের শর্তগুলো আর পূরণ হচ্ছে না।গত ২৯ জুন এফএফএফ-এর সমর্থন প্রকাশের পর ফিফার পরিচালনা ও সভাপতির সাথে সরাসরি জড়িত এবং সুশাসনের মৌলিক নীতি ও ফুটবলের মূল্যবোধের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক একাধিক ঘটনা ঘটেছে।"বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ার পর তিনটি ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইনফান্তিনোর পদত্যাগের আহ্বান জানায়। এর মধ্যে ছিল উয়েফা (ইউরোপ), কনকাকাফ (উত্তর আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান) এবং এএফসি (এশিয়া)।সমর্থন প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস এবং সার্বিয়ার স্বতন্ত্র ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে যোগ দিল এখন ফ্রান্সও ইনফান্তিনোকে চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের মনোনয়ন অবশ্যই ১৮ নভেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে। যদিও এখনও পর্যন্ত আগ্রহী কারও কথা জোরালভাবে প্রকাশ্য হয়নি। তবে কনক্যাকাফ সভাপতি এবং বর্তমান ফিফা সহ-সভাপতি ভিক্টর মন্টালিয়ানি প্রার্থী হতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে।

আবার কি দিল্লির হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবেন কোহলি? জল্পনা উস্কে দিল রাজ্য সংস্থা

বোর্ডের নির্দেশে গত বছর তিনি রঞ্জি ট্রফিতে খেলেছিলেন। তার পরেই লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। ফলে সেই ফরম্যাটে আর না খেললেও চলে। তবে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার প্রধান রোহন জেটলি মনে করেন, আবার ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে দেখা যাবে কোহলিকে। তিনি ফাঁকা থাকলেই না কি দিল্লির হয়ে খেলতে রাজি হয়ে যাবেন।এখন ভারতের হয়ে শুধু এক দিনের ক্রিকেটই খেলেন কোহলি। বাকি সময়টা লন্ডনে নিজের বাড়িতে থাকেন। এ মাসের শেষেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজে দেখা যাবে তাঁকে। এর পর নিউ জিল্যান্ড সফরে যাবেন। তার পর ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কা সিরিজ রয়েছে। একই সময়ে রঞ্জি ট্রফিও চলবে। ফলে কোহলি কী ভাবে খেলবেন তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলির ছেলে রোহন বলেছেন, "এটা ওর রাজ্য সংস্থা। তাই ওকে খেলতে দেওয়া হবে কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠারই জায়গা নেই। এই রাজ্য যতটা আমার কাছাকাছি ততটা ওর কাছেও। রাজ্য দলের প্রতি ওর দায়বদ্ধতার তুলনা হবে না। আন্তর্জাতিক খেলা এবং ধকল নিয়ন্ত্রণের কথা মাথায় রেখেও বলছি, ও যখনই সুযোগ পাবে তখনই আবার রাজ্যের হয়ে খেলতে নামবে।"প্রায় ১৮ বছর হয়ে গেল রঞ্জি ট্রফি জেতেনি দিল্লি। দীর্ঘ দিন ঘরোয়া ক্রিকেটেও ট্রফি জিততে পারছে না তারা। রোহন জানিয়েছেন, দিল্লিকে আবার শক্তিশালী দল করে তুলতে চান তাঁরা। রোহনের কথায়, "গত তিন বছর ধরে আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছি। আমি প্রশাসনে আসার আগে অনেক সমস্যা চলছিল। রোম তো রাতারাতি রোম হয়নি। তাই আমরা চেষ্টা করছি একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ধরে কাজ করতে। সেটারই ফল আপনারা মাঠে দেখতে পাচ্ছেন। সনৎ সাঙ্গোয়ানের মতো ব্যাটারকে দেখুন। আগের বার ৯০০-র বেশি রান করেছেন। আয়ুষ সিজ্জার মতো ক্রিকেটার ৮০০-র বেশি রান করেছে। লাল বলের দলের উন্নতির আপ্রাণ চেষ্টা করছি।"তৃতীয় বার মেয়েদের এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠল শ্রীলঙ্কা। শুক্রবার সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে ৪ উইকেটে হারায় তারা। ফলে, রবিবার ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে শ্রীলঙ্কা। ভারত বনাম পাকিস্তানের যে লড়াই আশা করেছিলেন সমর্থকেরা তা হচ্ছে না।শুক্রবার দুবাই স্টেডিয়ামে প্রথম থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা দাপট বজায় রেখেছিল। টসে জিতে পাকিস্তানকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। ২০ ওভারের শেষে পাকিস্তান ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩০ রান করে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানা। ৩৬ বলে ৪৭ রান করেন তিনি। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে চারটি চার এবং দু'টি ছক্কা। শাওয়াল জুলফিকর ১৬ বলে ২৪ এবং গুল ফিরোজা ৩২ বলে ২১ রান করেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দু'টি করে উইকেট নেন চামুদি প্রবোদা এবং আতাপাত্তু। একটি উইকেটে নেন সুগন্ধিকা কুমারি।জবাবে ৮ বল হাতে থাকতে ৬ উইকেটে ১৩৪ রান করে জিতে যায় শ্রীলঙ্কা। তবে এই রান তুলতেও হিমশিম খেতে হয় আতাপাত্তুর দলকে। ইমেশা দুলানি ছাড়া টপ অর্ডারে কেউ ভাল খেলতে পারেননি। তিনি ২১ বলে ২৪ রান করেন। দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন হর্ষিতা সমরবিক্রমা (৩১ বলে ৩৬ রান)। কাভিশা দিলহারি করেন ৩৩ বলে ৩৩ রান। ১৮ রানে অপরাজিত থাকেন নীলাক্ষী ডি সিলভা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে চারটে উইকেট নেন ফাতিমা।

জাগরণ 13 September, 2026, Sunday ■ আগরতলা ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং, ■ ২৬ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সমাজের দুর্বল, অসহায় ও পিছিয়েপড়া মানুষের কল্যাণে কাজ করার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত রয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর : স্বেচ্ছা রক্তদান মানুষের সেবা করার এক মহৎ ও পবিত্র মাধ্যম। একজন মানুষের স্বেচ্ছায় দান করা রক্ত অন্য একজন মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে। তাই মানবকল্যাণের এই মহান কাজে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে রক্তদান সম্পর্কে আরও বেশি সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। আজ আগরতলার ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের শিখিয়েছেন, মানুষের সেবার মধ্যেই ঈশ্বরের সেবা নিহিত রয়েছে। মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করাই প্রকৃত মানবসেবা। রক্তদানের মাধ্যমে সরাসরি একজন মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়। এর থেকে বড় মানবসেবার উদাহরণ আর কি হতে পারে। প্রত্যেক সুস্থ ও সক্ষম নাগরিককে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুধু ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ও সনাতন ভাবধারাকেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে নির্মীয়মান জেলা পরিবহণ অফিস পরিদর্শনে পরিবহণমন্ত্রী

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: বর্তমান রাজ্য সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও স্বচ্ছতার নীতিতে উন্নয়নের কাজ করছে। অন্যান্য উন্নয়ন কাজের সঙ্গে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্যের জেলাস্তরে অত্যাধুনিক সর্বসুবিধাযুক্ত পরিবহণ অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে খোয়াই, সিপাহীজলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে জেলা পরিবহণ অফিস নির্মাণের কাজ চলছে। পরিবহণ অফিসগুলি নির্মিত হলে সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবা আরও উন্নত হবে। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে নির্মীয়মান জেলা পরিবহণ অফিস পরিদর্শনকালে পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা এবং কাজের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। ৬ কোটি ৪৯ লক্ষ ৯২ হাজার ২০০ টাকা ব্যয়ে শান্তিরবাজার জেলা পরিবহণ অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে। পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী শান্তিরবাজার মোটরস্ট্যান্ড এবং জোলাইবাড়ি মোটরস্ট্যান্ডে নির্মীয়মান প্যাসেঞ্জার এমিনিটিস বিল্ডিংও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তিরবাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক দীপিকা গৌতম, পূর্ত দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার তাপস মারাক এবং পরিবহণ ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে হারানো মোবাইল উদ্ধার

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: প্রযুক্তিনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক তদন্ত পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হারিয়ে যাওয়া ২৮টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল আগরতলা বিমানবন্দর থানার পুলিশ। শনিবার বিমানবন্দর থানায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। দিল্লি, বিহার ও রাজস্থান-সহ বিভিন্ন স্থান থেকে নিখোঁজ হওয়া ফোনগুলির অবস্থান প্রযুক্তিগত পদ্ধতিতে শনাক্ত করা হয়। একাধিক সূত্র ও তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে বৈজ্ঞানিক কৌশল এবং উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ফোনগুলির অবস্থান চিহ্নিত করে সেগুলি উদ্ধার করা হয়।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি হন মালিকরা। দীর্ঘদিন পর নিজেদের ফোন ফিরে পেয়ে অনেকেই পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, মোবাইল ফোন শুধু একটি যন্ত্র নয়, এর সঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ নথি, ছবি এবং নানা স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। তাই হারিয়ে যাওয়া ফোন ফিরে পাওয়া তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এনসিসি মহকুমার এসডিপিও সুব্রত বর্মন জানান, হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধারে পুলিশ নিয়মিত প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজ্য থেকে ২৮টি মোবাইল ফোন উদ্ধার এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই অংশ। নাগরিকদের হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তি যাতে তাঁরা ফিরে পান, সেজন্য পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুলিশ কাজ করে চলেছে।

অনুষ্ঠানে বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্যামল দেবনাথ-সহ থানার অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল ফোনগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশের এই উদ্যোগে উপস্থিত নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা দেখা যায়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ হলো নতুন ও উন্নত ভারত গড়ার মূল ভিত্তি: রাজ্যপাল

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: সাফল্যের কোনও শর্টকার্ট উপায় নেই। শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে, শেখা অব্যাহত রাখতে এবং সাফল্যের শিখরে পৌঁছানোর যাত্রায় অবিচল থাকতে হবে।

আজ ইকফাই ইউনিভার্সিটির ২১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নাল্লু একথা বলেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, শিক্ষার্থীদের তাদের সামগ্রিক বিকাশ ও ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য ব্যবহারিক ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। তিনি ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান, যাতে শিক্ষার্থীরা দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত হতে পারে।

রাজ্যপাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ''বিকশিত ভারত ২০৪৭''-এর ডাক দিয়েছেন। রাজ্য সরকারও ''বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭''-এর রোডম্যাপ বা কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে বিকশিত ভারত গড়ার কাজে সামিল হয়েছে। সদ্য স্নাতক হওয়া শিক্ষার্থীরাও এই লক্ষ্যপূরণের রূপকার।

রাজ্যপাল বলেন, বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং সম্ভাবনার পরিধি ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্যই নয়, বরং জাতি গঠনের বৃহত্তর লক্ষ্যেও কাজে লাগাতে তিনি স্নাতকদের প্রতি আহ্বান জানান। রাজ্যপাল বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ হলো নতুন ও উন্নত ভারত গড়ার মূল ভিত্তি। ইকফাই ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন ও বহু-বিভাগীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতির দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। রাজ্যপাল অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজসেবক এবং বিশেষ করে যুবসমাজ সহ সকল নাগরিককে নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর তিরুপতি রাও এবং ড. চন্দ্রশেখর রাও উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যপাল পিএইচডি গবেষক এবং স্নাতকোত্তর ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের তাদের শিক্ষাগত সাফল্যের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি, স্বর্ণপদক ও শংসাপত্র প্রদান করেন। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ছিনতাইয়ের অভিযোগে দুইজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয় জনতা

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: আগরতলায় এক মহিলার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে পালানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মহিলার কাছ থেকে অর্থ ছিনতাই করে পালানোর সময় স্থানীয় জনতা অভিযুক্তদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

জানা গেছে, আগরতলার বড়দোয়ালী এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, এক মহিলার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করছিল কয়েকজন। বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসতেই তাঁরা অভিযুক্তদের আটক করেন। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটক ব্যক্তিদের হেফাজতে নেয় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে আটক ব্যক্তিরা সত্যিই ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তদন্তের পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিরল রোগে আক্রান্ত শিশু মনশ্রী চৌধুরীকে ১২টি ভায়াল দেওয়া হয়েছে

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর : রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগে স্পাইনাল মাস্কুলার এট্রোফি টাইপ-১ জেনেটিক রোগে আক্রান্ত শিশু মনশ্রী চৌধুরীকে ইতিমধ্যেই ডিবুগড়স্থিত আসাম মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে রিসডিপ্লাম ওষুধের ১২টি ভায়াল দেওয়া হয়েছে। রেয়ার ডিজিজ প্রোগ্রামের আওতায় এই হাসপাতাল থেকে মনশ্রীকে ইতিমধ্যেই প্রায় ২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা মূল্যের ইঞ্জেকশন বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানিয়ে আরও বলা হয়েছে, মনশ্রী চৌধুরীর বাবা ধ্রুব চৌধুরী গত জুন মাসে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মনশ্রীর চিকিৎসার বিষয়ে সহায়তার আবেদন জানান। এই আবেদনের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে জানান যে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ন্যাশনাল পলিসি ফর রেয়ার ডিজিজ ২০২১ বাস্তবায়ন করছে। এই নীতিতে চিহ্নিত বিরল রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত সেন্টারস অব এক্সিলেন্সে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকার সহায়তার ব্যবস্থা রয়েছে। এটাও উল্লেখ করা হয় যে, ইম্ফলস্থিত রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস, ডিব্রুগড়স্থিত আসাম মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল এবং কলকাতাস্থিত ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ হলো সেন্টারস অব এক্সিলেন্স। পরবর্তীতে শিশুটির বাবা মা আসাম মেডিক্যাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর কুড়ালের আঘাতে গুরুতর আহত স্ত্রী

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর কুড়ালের কোপে গুরুতর আহত হলেন ২৫ বছরের এক গৃহবধূ। শুক্রবার রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কমলপুর থানার অন্তর্গত লালছড়ি ভূমিজ পাড়ায়। আহত গৃহবধূর নাম প্রিয়াঙ্কা মুসহর (ভূমিজ)। তাঁর স্বামী বিমল ভূমিজ পেশায় শ্রমিক। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুলাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিমল ভূমিজ পারিবারিক একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। প্রথমে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও চিৎকার-চেঁচামেচি হয়। একসময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিমল কুড়াল নিয়ে স্ত্রীকে মাথায় কোপ মারেন বলে অভিযোগ।

কুড়ালের আঘাতে গুরুতর জখম হয়ে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন প্রিয়াঙ্কা। তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাত ১০টা নাগাদ ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালে রেফার করেন। চিকিৎসক জানান, গৃহবধূর মাথায় কুড়ালের আঘাত রয়েছে এবং তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী বিমল ভূমিজ পলাতক বলে জানা গেছে। তাঁর সন্ধানে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উদয়পুরে পৃথক দুই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রেস ক্লাবের, শোকাহত পরিবারের পাশে সাংবাদিকরা

উদয়পুর, ১২ সেপ্টেম্বর: উদয়পুরে পরপর ঘটে যাওয়া দুটি মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে উদয়পুর প্রেস ক্লাব। শোককে শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শোকাহত দুই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার বার্তা দিয়েছেন প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল পৃথকভাবে দুই শোকাহত পরিবারের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন এবং সমবেদনা জানান। পাশাপাশি প্রয়াতদের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে উদয়পুরের জগন্নাথ দীঘিতে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে যায় ডন বস্কো স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র ১৬ বছরের দেবজ্যোতি দে। পরে স্থানীয় কয়েকজন জেলের প্রচেষ্টায় দীঘির জল থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মেধাবী এই ছাত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা উদয়পুরে শোকের ছায়া নেমে আসে।দেবজ্যোতির মৃত্যুর খবর পেয়ে উদয়পুর প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি দল পোস্ট রোডস্থিত তাঁর বাড়িতে গিয়ে বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তাঁরা। প্রয়াত দেবজ্যোতির আত্মার শান্তি কামনায় সেখানে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অন্যদিকে, উদয়পুর প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিক অমিতাভ ভৌমিকের মাতা বেলা ভৌমিক শুক্রবার দুপুর ১টা নাগাদ রাজারবাগ এলাকার নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত ও শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র, এক কন্যা, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। সহকর্মী অমিতাভ ভৌমিকের মাতৃবিয়োগের খবর ছড়িয়ে পড়তেই উদয়পুরের সাংবাদিক মহলেও শোকের ছায়া নেমে আসে।

এই কঠিন সময়ে অমিতাভ ভৌমিক ও তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে উদয়পুর প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি দল রাজারবাগস্থিত তাঁর বাড়িতে পৌঁছান। পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি প্রয়াত বেলা ভৌমিকের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সভাপতি অপুরাম সরকার, সম্পাদক জসিম উদ্দীন, কোষাধ্যক্ষ নুটন দাস, সদস্য ত্রিলোচন মিত্র, ভাস্কর মোদক, অলক সূত্রধর, উত্তম পাল, দীপ গোস্বামী, পলাশ শীল, সাইমন খান, অভিজিৎ সাহা-সহ অন্যান্য সদস্যরা।

এদিন উদয়পুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি অপুরাম সরকার বলেন, "সাংবাদিকতা শুধু সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ানোও আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। সাংবাদিকদের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষের বিপদে উদয়পুর প্রেস ক্লাব মানবিকভাবে পাশে থাকবে। মানুষের পাশে থেকে সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করাই আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার।"

দুটি শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে উদয়পুর প্রেস ক্লাব প্রয়াতদের আত্মার শান্তি কামনা করেছে।

জেলা শাসকের দফতরের পাশে বেহাল রাস্তা, ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: রাস্তার বেহাল দশার কারণে এলাকার ছেলে-মেয়েদের কাছে বিয়ের সম্বন্ধ এসেও ফিরে যাচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলে শনিবার সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দিলেন সিপাহীজলা জেলার ননজলা গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, জেলা শাসকের কার্যালয় থেকে মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ মিটার দূরে অবস্থিত গ্রামের একমাত্র রাস্তাটির অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে তা দিয়ে চলাচল কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গোটা রাস্তা গর্তে ভরা। কাঁচা মাটির এই রাস্তায় সামান্য বৃষ্টি হলেই জল-কাদায় চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে স্কুলপড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতেও সমস্যায় পড়তে হয় অভিভাবকদের।গ্রামবাসীরা জানান, পূর্বতন সরকারের আমল থেকেই রাস্তাটির এমন বেহাল দশা। রাস্তা সংস্কারের জন্য একাধিকবার প্রশাসন ও সরকারের কাছে দাবি জানানো হলেও কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের। বর্তমান সরকারের আমলেও জনপ্রতিনিধিদের কাছে বারবার বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, এলাকার অধিকাংশ মানুষ সিপিআইএম সমর্থক হওয়ায় রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে আরও গুরুতর আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁদের বক্তব্য, কোনও বাসিন্দা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে এই রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স ঢোকানো কঠিন। একইভাবে এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে ফায়ার ইঞ্জিনও ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারবে না। ফলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, জেলা শাসকের কার্যালয় থেকে মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ মিটার দূরেই রয়েছে এই রাস্তা। পাশাপাশি পায়ে হেঁটে প্রায় ২০ মিনিটের দূরত্বে নির্মাণ চলছে জেলা হাসপাতালের। এত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির এত কাছে থাকা সত্ত্বেও রাস্তাটি সংস্কারে কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গ্রামবাসীরা।রাস্তার দুরবস্থার প্রভাব সামাজিক ক্ষেত্রেও পড়ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাঁদের দাবি, এলাকার ছেলে-মেয়েদের জন্য বিয়ের সম্বন্ধ এলেও রাস্তার অবস্থা দেখে অনেকেই পিছিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি বিয়ের গাড়িও এলাকায় ঢুকতে পারবে না বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। ফলে বহু সম্বন্ধ ফিরে যাচ্ছে।স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, ২০২৩ সালে তিপরা মথার নেতৃত্বে এলাকার বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পরও গত কয়েক বছরে রাস্তা সংস্কারের কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাঁদের দাবি, ভোটের আগে জনপ্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ভোট পার হয়ে গেলে সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যান।এদিন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জানান, এবার ভোট চাইতে এলে যে দলেরই প্রার্থী আসুন, রাস্তা সংস্কারের জবাবদিহি তাঁদের কাছ থেকে নেওয়া হবে। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কয়েকজন বাসিন্দা কঠোর প্রতিবাদের হুঁশিয়ারিও দেন।গ্রামবাসীদের একটাই দাবি, রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে দ্রুত রাস্তাটি সংস্কার করতে হবে। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজে এলাকায় এসে পরিস্থিতি পরিদর্শন করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, 'ভোটের রাজনীতি নয়, এবার প্রয়োজন চলাচলের উপযোগী রাস্তা।

বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত পথচারী, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন এক পথচারী। শনিবার দুপুরে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্রনগরু হলিক্রস রোড এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার আনুমানিক দুপুর ২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ টিআর-০৮-এ-৭১৭২ নম্বরের একটি বাইক নতুনবাজার এলাকার বাসিন্দা বিরেশ রিয়াং (৩১)-কে ধাক্কা দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বাইকের ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হন বিরেশ রিয়াং। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা। তাঁরা আহত যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এদিকে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে এবং অভিযুক্ত বাইকটিকে আটক করতে তদন্তে নেমেছে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। পলাতক বাইকচালকের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

কৈলাসহরে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সরব বিরজিত প্রশাসনকে এক সপ্তাহের সময়সীমা

কৈলাসহর, ১২ সেপ্টেম্বর: কৈলাসহর শহরে একের পর এক সরকারি দপ্তরে ভাঙচুর, আধিকারিকদের হেনস্থা এবং স্থানীয় চিকিৎসক ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হলেন কৈলাসহরের বিধায়ক বিরজিত সিনহা। তাঁর অভিযোগ, প্রকাশ্য দিবালোকে ধারাবাহিকভাবে একাধিক ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এর জেরে শহরবাসী আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

আজ কৈলাসহরে নিজের বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে শহরের সাম্প্রতিক একাধিক ঘটনার কথা তুলে ধরেন বিরজিত সিনহা। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান।

বিরজিত সিনহার অভিযোগ, কৈলাসহর শহরে পূর্ত দপ্তর, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর, বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, জলসম্পদ দপ্তর, বন দপ্তর সহ বিভিন্ন সরকারি অফিসে ঢুকে ভাঙচুর করা হয়েছে। কোথাও কোথাও আধিকারিকদের উপরও আক্রমণ ও হুমকির অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এত কিছুর পরও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি বলেন, গত ১৩ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী কৈলাসহরে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠান শেষ করে কৈলাসহর ছাড়ার প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই শহরের পূর্ত দপ্তরের অফিসে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর সর্বশেষ ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে ফের পূর্ত দপ্তরের অফিসে ঢুকে জোর করে আলমারি থেকে এগ্রিমেন্টের ফাইল নিয়ে প্রকাশ্যেই পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। বিরজিতের দাবি, ওই সময় পূর্ত দপ্তরের অফিসের সামনেই কৈলাসহর থানার পুলিশ উপস্থিত ছিল।

এই ঘটনার পর ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিধায়ক বিষয়টি নিয়ে সরব হওয়ার পর পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে কৈলাসহর থানায় মামলা করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

এছাড়াও শহরের রাজীব গান্ধী মহকুমা হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার দ্বৈপায়ন রায়ের গোবিন্দপুর এলাকার বাড়িতে কিছুদিন আগে রাতে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে বৌলাপাশা এলাকায় চিকিৎসক দেবদুলাল চক্রবর্তীর বাড়িতেও রাতের অন্ধকারে হামলা করা হয়েছে বলে দাবি করেন বিধায়ক।

বিগত ২০ আগস্ট প্রকাশ্য দিবালোকে শহরের বন দপ্তরের অফিসে ঢুকে মহকুমা বন আধিকারিকের কক্ষে গিয়ে তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি।

বিরজিত সিনহা বলেন, প্রতিটি সরকারি অফিসেই সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে এবং ক্যামেরার সামনেই ঘটনাগুলি ঘটছে। তারপরও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিরজিত সিনহা আরও দাবি করেন, এসব ঘটনার সঙ্গে কৈলাসহর শহর বা কৈলাসহর বিধানসভা এলাকার কেউ জড়িত নন। তাঁর অভিযোগ, শহরের পাশের চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ঠিকাদারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কিছু যুবক ধারাবাহিকভাবে এই ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছে। মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি অভিযোগ তোলেন।

বিধায়কের দাবি, মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের ঘনিষ্ঠদের একাংশের কর্মকাণ্ডের কারণে শহরের বাসিন্দারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছেন। ভয়ের কারণে অনেকেই মুখ খুলতে চাইছেন না বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিরজিত আরও দাবি করেন, প্রায় এক মাস আগে মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এক যুবক গভীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 13-09-2026, 01:06